এক টাকার সংস্করণ

পল্লী-সতী

শ্রীনলিনাক্ষ ঘোষ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার
২১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী
১৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, সী, ব্যানার্জ্জী
৫৪।৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

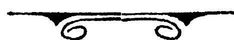
প্রথম সংস্করণ
১৩৩৩

Printed by—

A. T. MAZUMDER.

22/5B, Jhamapooker Lane, Calcutta.

পল্লী-সতী



প্রথম পরিচ্ছেদ

ময়না গ্রামের হরিবিশ্বাস যখন তাহার দেশবিখ্যাত উৎকট দারিদ্র্যসত্ত্বেও একটী সুন্দরী বয়স্থা বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া অন্ধকার ঘরে দেউটী জ্বালিল, তখন গ্রামের লোকে একটা বিপুল বিস্ময় অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। যদিও হরিবিশ্বাসের বিবাহের বয়স যথেষ্টই হইয়াছিল, তথাপি বিবাহের যে প্রধান সাধন অর্থ, তাহা তাহার ভাগ্যে কোন দিনই জোটে নাই। সুতরাং আধুনিক যুগটা কন্যাদায়ের যুগ হইলেও, যে এরূপ একজন নিঃসম্বল পথের ভিখারীকে কেহ কন্যাদান করিয়া কন্যাটীকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে সাহস করিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। আর যদিও বা, এই কলিকালে সেরূপ কোন নিষ্ঠুর পিতা থাকে, তবে যে সে কোন সুন্দরী কন্যার জন্মদাতা নহে, তাহা তাহারা একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের মতই ধরিয়া লইয়াছিল। তাই তাহাদের এতগুলি উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাটাকে হঠাৎ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া

দিয়া যখন সে একটা অঘটন ঘটাইল, তখন সকলে কিছু না বুঝিলেও, বিজ্ঞেরা দৈবজ্ঞের ন্যায় ভিতরের খবরটা নিমেষের মধ্যেই বুঝিয়া লইয়া শুভ্রকেশযুক্ত মস্তকটী দোলাইয়া দোলাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—এর ভেতরে গলদ আছে। নইলে কি বেটা চাষার সাধ্যি হয় যে, এমন একটা পরীর মত বৌ ফস্ করে ঘরে আনে!"

কথাটা যে হরিদাসের কর্ণে প্রবেশ না করিল, তাহা নহে; তবে সে নিতান্ত সাদাসিদে মানুষ, তাহার উপর দরিদ্রতার জন্য সকলেই তাহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং কথাটা লইয়া একটা বাদপ্রতিবাদ করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা হইল না। অন্তরের মধ্যে একটা খোঁচা বিঁধিলেও সেটা নীরবেই সহ্য করিয়া গেল।

তখন বিজ্ঞেরা দলাদলির বড় একটা সুবিধা না পাইয়া তাহার নব বধূর চরিত্রের যে দিকটা কল্পনায় দেখিয়াছিলেন তাহা সুপরিস্ফুট হইবার সেই শুভ দিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিস্ফল আক্রোশে মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও অন্ধ দেবতা হরিদাসের একান্ত সহায় ভাবিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িলেন।

হরিদাসের স্ত্রী সৌরভীর বাহিরের রূপের জ্যোতিঃ যেমন সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল, তেম্‌নি ভিতরেও একটা জিনিষ ছিল যাহাতে পাড়াপ্রতিবাসী এমন কি বাড়ীর কুকুর বিড়ালটা

পর্য্যন্ত তাহার বশীভূত হইয়া পড়িল। তখন লোকে বুঝিতে পারিল যে, হরিদাসের স্ত্রী একটা নীচ বেশ্যা নহে, রূপে গুণে লক্ষ্মী সরস্বতীর মতই মানবাকারে কোন দেবী ভগবানের দানরূপে হরিদাসের ঘর আলো করিতে আসিয়াছে। অবসর মত প্রতি-বেশীদিগের দুই একটা ছোটখাট কাজ কর্ম্ম করিয়া দেওয়া ও রুগ্ন বালকবালিকার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করাটা যেন সৌরভীর একটা দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যেই হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরিবর্ত্তে যদি কোন গৃহিণী তাহাকে চারিটী চাউল বা কিছু তরকারী দিতে আসিত, তাহা হইলে সে একগাল হাসিয়া বলিত—"তোমাদেরই ত খাচ্চি মা! যখন দরকার হবে তখন তোমাকে কিছু বলতে হবে না—আমি আপনিই এসে মেয়ের মত আব্দার করে চেয়ে নিয়ে যাব। এখন এ সব ঘরে তুলে রাখ।"

গৃহিণী তাহার বিনয়মধুর সরল ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া কন্যার মতই তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিত ও তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখখানিতে মাতৃস্নেহের চিহ্নস্বরূপ অজস্র চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিত।

হরিদাসের জীবনেও সৌরভী মস্ত একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। তাহার উজ্জ্বল আনত চক্ষু দুইটীর মোহেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হরিদাস আর পূর্ব্বের ন্যায় অলস জীবন যাপন করিতে চাহিত না। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে

করিয়া দারিদ্র্যকলঙ্কটাকে ধুইয়া মুছিয়া নূতন জীবন যাপন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। পূর্ব্বে যে দুই চারি বিঘা জমি জমিদারের নিকট ভাগে লইয়াছিল, তাহা এতদিন প্রায় চাষ অভাবে পড়িয়াই ছিল। এক্ষণে সে সেই জমিগুলিই আবার নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত চাষ আবাদ করিতে লাগিয়া গেল। যথাসময়ে প্রচুর পরিমাণে ফসলও হইল। জমিদারকে অর্দ্ধেক ভাগ দিয়াও দেখিল, যে পরিমাণ ফসল এবার সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের দুইটি প্রাণীর বেশ স্বচ্ছন্দেই ছয়মাস খাওয়াপরা চলিবে। আর বাকী ছয়মাস সে মজুরী করিয়া বেশ চালাইতে পারিবে। তাহার এরূপ আকস্মিক উন্নতিতে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া পড়িল। এতদিন ধরিয়া ত সে এই জমিগুলি লইয়াই পড়িয়া আছে—কিন্তু কই একদিনের তরেও ত তাহার একটুকু দারিদ্র্যকষ্ট ঘোচে নাই। আজ কোন্ পরশ পাথরের স্পর্শে তাহাতেই আবার সোণা ফলিল! এই সব দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীর উপর যে শুধু কেবল তাহার ভালবাসা ও প্রীতি বাড়িয়া চলিল তাহা নহে—হৃদয়ের কোন্ নিভৃত কোণ হইতে একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তির ঢেউও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতই অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল।

স্বামীর অত্যধিক পরিশ্রমটা কিন্তু সৌরভী কোন মতেই সহ্য করিতে পারিল না। তাই সে যখন তখন তাহাকে ধরিয়া



পল্লী-সতী

কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মিনতি করিয়া বলিত—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি—অত ক'রে খেটো না। তোমার শরীর যে দিন দিন ভেঙে পড়ছে—মুখখানা যে কালীঢালা হচ্চে, বুকের হাড়গুলো যে একখানা একখানা করে গোণা যাচ্চে—এ আর আমি চোখে দেখে সহ্য করতে পাচ্চি না।"

হরিদাস স্ত্রীকে আবেগভরে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার অবিন্যস্ত কালো চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিত—"দূর পাগ্‌লি! ওকথা কি বলতে আছে! আমার শরীর ত দিব্যি আছে। বরং তোর হাতের সেবা পেয়ে দিন দিন ফুলেই উঠছে।"

সৌরভী অভিমানভরে স্বামীর বাহুপাশ হইতে জোর করিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া ভারী মুখে বলিত—"যাও, তোমার সকল সময়েই ঠাট্টা। আমি ত ভারী তোমার সেবা করি—তাই মুখখানা অমন কালীঢালা—" হরিদাস দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিত—"তাই মুখখানাতে সদাই হাসি উথলে উঠে—প্রাণে স্ফূর্ত্তির ঢেউ বয়!" দুই জনেই তখন হাসিয়া পরস্পরে লুটাইয়া পড়িত। সে কি অনাবিল শান্তি—কি গভীর প্রেম!



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধনী পিতামাতার অত্যধিক স্নেহের ফলে যে সন্তান কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও পাপাসক্ত হইয়া উঠে, তাহা আমাদের ময়না গ্রামের প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার হরিভূষণ পালের একমাত্র পুত্র বিজয়ভূষণ পালকে দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিজয়-ভূষণের বয়স যখন সতের, সেই সময় সে গ্রাম্য এণ্ট্রান্স স্কুলে অনেক কষ্টে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিল। তারপর হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে এমন একটা মধুর ব্যবহার করিল, যে তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া জমিদার বাবুর নিকট করজোড়ে জানাইলেন —তাঁহার স্কুলে এমন কোন যোগ্য শিক্ষক নাই যে তাঁহার পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে, সুতরাং কালক্ষয় না করিয়া তাহাকে অচিরে কলিকাতার কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হউক।

জমিদার বাবু হেডমাষ্টার মহাশয়ের মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার অন্নে প্রতি-পালিত হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ আকাশ উজ্জ্বল দেখিয়াই তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন। সুতরাং

সাহ্লাদে তিনি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ একশত টাকা পুরস্কার দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন ও ভট্টাজি মহাশয়কে ডাকিয়া যথোচিত দক্ষিণার বিনিময়ে দিনক্ষণ দেখাইয়া পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

বিজয়ভূষণ পিতামাতার চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কলিকাতায় গিয়া অবাধে তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল। মধুলোলুপ ভ্রমরের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে কুসঙ্গী আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল—চক্ষুর সম্মুখে কত মোহময় চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ভগবান তাহার ন্যায় জমিদারপুত্রকে নীরস পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নাক মুক চোখ বুজিয়া ডুবিয়া থাকিবার জন্য পাঠান নাই। সুখের সমুদ্রে সাঁতার দিবার জন্যই তাহাকে "কাপ্তেন" রূপে কলিকাতার ন্যায় সর্ব্বসুখদায়িনী মহানগরীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের সে সারগর্ভ যুক্তিপরামর্শে বিজয়ভূষণের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার হিতৈষী বন্ধুবর্গের কথা ত এতটুকুও মিথ্যা নহে। সে কোন্ দুঃখে মাথার জমাট ঘি একটু একটু করিয়া গলাইয়া লেখাপড়া শিখিতে যাইবে! যাহারা দরিদ্র, যাহাদের "অদ্য ভক্ষ্যো ধনগুর্ণঃ" তাহারাই ত দুইটা পেট পূরিয়া খাইবার জন্য লেখাপড়া শেখে। তাহার ত আর সে অবস্থা নহে। পিতার জমিদারীর যে আয়, তাহাতে তাহার কেন, তাহার ন্যায় আরও দশজনের পায়ের উপর পা দিয়া আজীবন বেশ চলিয়া

যাইবে। সুতরাং তাহার লেখাপড়া শিখিতে যাইবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

ধীরে ধীরে বিজয়ভূষণের মাথা বিগড়াইয়া গেল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া হিতৈষী বন্ধুগণ তাহার সেই বিগড়ান মাথাটা সুরা এবং ঐরূপ কি তদপেক্ষাও অধিক উত্তেজক আর একটী সজীব দ্রব্যবিশেষের সহায়তায় চাঙ্গা করিয়া দিল। বিজয়ভূষণ মহা আনন্দে জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিয়া দিল।

ক্রমে পুত্রের কীর্ত্তিকলাপ হরিভূষণ বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি হতাশ হইয়া পত্নী নিস্তারিণীর কাছে গিয়া বলিলেন "এখন উপায় ?"

নিস্তারিণী অনেকক্ষণ ধরিয়া মাথায় হাত দিয়া গভীর চিন্তা করিয়া বলিলেন—"একমাত্র উপায়, ছেলের বিয়ে দিয়ে পরীর মত একটী বৌ এনে ছেলেকে বাড়ীতে আট্‌কে রাখা।"

হরিভূষণ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন—কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে। তিনিও যৌবনে নেহাৎ ভালমানুষ ছিলেন না। প্রাণের উদ্দাম বাসনা মিটাইতে গিয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়াও কম ঝড় বহিয়া যায় নাই। তারপর নিস্তারিণীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইয়াই ক্রমে সেই বদখেয়ালগুলি ছাড়িয়া দিয়া "সাধু" হইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং পত্নীর যুক্তির সারবত্তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন ও অবিলম্বে ঘটক নিযুক্ত করিয়া পাত্রীর অন্বেষণে পাঠাইলেন। দশ বার হাজার টাকার যৌতুক সহ কত উকীল মুন্সেফ ডাক্তার

জমিদার তাঁহার সুপুত্রটীকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া লইবার জন্য দরজায় ধন্না পাড়িলেন।

নিস্তারিণীর কিন্তু পাত্রী পছন্দ হইল না—একে একে সকলকেই অতগুলি টাকার যৌতুক-প্রস্তাব-সত্ত্বেও হতাশ করিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

হরিভূষণ বাবু লোকটী কিছু অর্থগৃধ্নু ছিলেন। তিনি পত্নীর এই অদ্ভুত নির্ব্বাচনপ্রণালী দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। একদিন তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত বলিলেন—"দেখ, তোমার যে রকম খুঁত খুঁতে মন, তাতে বিধাতাকে বরাত না দিলে তোমার মনোমত মেয়ে পাওয়া যাবে না দেখছি।"

নিস্তারিণী হাসিয়া বলিলেন—"না, অতদূর কিছু করতে হবে না। কেবল টাকার মায়াটা ত্যাগ কল্লেই আমার মনোমত মেয়ে জুটে যাবে।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠেই হরিভূষণ বাবু বলিলেন—"টাকাটা বুঝি তোমার কাছে কিছু নয়—না? এই যে দশ বার হাজার টাকা তুমি পায়ে ঠেললে, এই টাকা উপার্জ্জন করতে কি রকম কষ্টটা স্বীকার করতে হয় তা জান?"

নিস্তারিণীও সেইরূপ মৃদু হাস্যসিক্তকণ্ঠেই উত্তর করিলেন—"না, তা আমার জানবার দরকার করে না। আমি ত আর টাকার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেব না, যে টাকার পরিমাণ দেখতে যাব। আমি দেব, মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে। কাজেই টাকা না

থাকলেও যার মেয়ে ভাল পাব, তারই মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেব।”

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল যে, দরিদ্রের গৃহ হইতেই পাত্রী নির্ব্বাচিত হইবে। পুনরায় দেশ বিদেশে ঘটক ঘটকী ছুটিল। দলে দলে দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ও অভিভাবকগণ কন্যাসহ জমিদারবাড়ী আসিয়া দেখা দিতে লাগিলেন। নিস্তারিণী তাহাদেরই মধ্য হইতে একটী সর্ব্বগুণান্বিতা ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাকে মনোনীত করিলেন ও বিজয়ভূষণকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া তাহার সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিলেন।

বিজয়ভূষণ নববধূ কিরণময়ীর সেই অনুপম সৌন্দর্য্যরাশির মোহেই হউক বা তাহার বিনয়-মধুর-সরল ব্যবহারেই হউক, তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিটাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া ফেলিল ও ময়নাগ্রামেই শান্তশিষ্ট ভাবে সুখে দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিল।

হরিভূষণ বাবু ও নিস্তারিণী পুত্রের এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া স্নেহের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তাহার এতটুকু অভাব অভিযোগ প্রাণপণে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এই স্নেহাধিক্যই বিজয়ভূষণের পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহের পর দুই বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই সে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। বাড়ীতে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকদের একটা রীতিমত আড্ডা বসিয়া গেল। কলিকাতা হইতে শ্যাম্পেন, হুইস্কি,

রম প্রভৃতি শত নামের তরল পদার্থপূর্ণ বোতল আমদানী হইতে লাগিল।

হরিভূষণ বাবু ভীত হইয়া নিস্তারিণীর আশ্রয় লইলেন, বলিলেন —“ছেলে আবার যে তেম্নি হ’ল গো!”

নিস্তারিণী হাসিয়া বলিলেন—“ভয় নাই। বয়সকালে বড়-লোকের ছেলে পিলে ওরকম একটু হয়েই থাকে—নইলে বড়লোক মানায় না—বুঝলে!”

হরিভূষণ বাবু স্ত্রীর সান্ত্বনাবাক্যে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না—বলিলেন—“হয়ে ত থাকে, তা ত বেশ বুঝলাম—কিন্তু হওয়ারও ত একটা মাত্রা আছে। এ যে দেখছি সব মাত্রা ছাড়িয়ে উঠচে—এ ত বড় ভাল লক্ষণ ব’লে বোধ হচ্চে না। রাত্রে বাড়ীতে বসে যে রকম সব হল্লা করে, তাতে যে বাড়ীতে টেকাই দায় গো।”

নিস্তারিণী সেইরূপ হাসিয়াই বলিলেন—“তার জন্যে আর বিশেষ ভয় কি! বাগান-বাড়ীতে ওদের আমোদ-প্রমোদ করবার ব্যবস্থা করে দিলেই ত সব গোল চুকেবুকে যায়।”

হরিভূষণ বাবুর মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন! উপায় ত নাই! অগত্যা পত্নীর আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে আড্ডা দিবার জন্য বাগানবাড়ীখানি ছাড়িয়া দিলেন।

বিজয়ভূষণ বুঝিল, পিতা তাঁহার বাল্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া

তাহার আমোদ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতার যখন ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতি তখন আর তাহার ভয় কি ? সে মহা উল্লাসে সঙ্গিগণের উত্তেজনায় অবাধে গানের স্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

গ্রামের লোকে তাহাদের অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকগণের ঘাটে পথে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। অভিযোগের পর অভিযোগ আসিয়া হরিভূষণবাবুকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তিনি ভীত হইয়া একদিন পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু চোরা না শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী। কিছুতেই কোন ফল হইল না। বিজয়ভূষণের হৃদয়ে তখন পিশাচ আসিয়া তাহার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উপদেশ অনুরোধ ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বুঝিবার শক্তি তখন তাহার নাই। সে উপহাস করিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়া যেমন চলিতেছিল, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিল। জমিদার বাবু তখন হতাশ হৃদয়ে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর অভাগিনী কিরণময়ী—তাহার দুঃখকাহিনী শুনিলে বুঝি পাষাণও গলিয়া যায়। সে বড় আশা করিয়া স্বামীর বুকের একটুখানি স্থান অধিকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, প্রাণের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার চরণতলে উৎসর্গ করিয়া একটা অনাবিল তৃপ্তি অনুভব করিবার আয়োজন করিতেছিল—কিন্তু সহসা কোন্ এক নিষ্ঠুর দানব তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করিল—

তাহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এক নিমেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

প্রথম প্রথম বিজয়ভূষণ আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকিলেও দিনান্তে একবার করিয়া স্ত্রীকে দেখা দিত, মুখের মিষ্ট কথায় সরলা বালিকাকে ভোলাইয়া রাখিত—কিন্তু যেদিন হইতে বাগান-বাড়ীতে তাহার সবান্ধব আড্ডার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, সেইদিন হইতে অভাগিনী কিরণময়ীর সে সৌভাগ্যটুকুর পথও রুদ্ধ হইল। বিজয়-ভূষণ সুরাপানে অচৈতন্য হইয়া প্রায়ই বাগানবাড়ীতে রাত্রি কাটাইত। তবে যে রাত্রে মত্ততা সেরূপ উগ্র হইত না বা দুর্ভাগ্য-ক্রমে কোন বারবণিতার শুভাগমন হইত না, সেই রাত্রেই কেবল বাড়ীর ভিতর শুইতে যাইত।

কিরণময়ী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া স্বামীর সেবা করিত। মনে মনে তেত্রিশ কোটী দেবতার পায়ের নীচে মাথা খুঁড়িয়া বলিত "ওগো ঠাকুর, আমার দেবতার সুমতি দাও।" কোন কোন দিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বিজয়ভূষণ যদি দেখিত, যে সে পায়ের তলায় বসিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেছে, তাহা হইলে তাহার আর বিরক্তির সীমা থাকিত না। অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া তাহাকে পদাঘাতে নীচে ফেলিয়া দিত—চুলের মুঠি ধরিয়া সমস্ত ঘরময় পৈশাচিক উল্লাসে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত। অভাগিনী সমস্ত নির্য্যাতন নীরবে সহিয়া যাইত। আর যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, তখন খাটের নীচে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইত মাত্র।

জানি না, এই সব অমানুষিক অত্যাচার চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও কোন্ আশায় কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা ধনীর গৃহে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য লালায়িত হয় !



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন মদের নেশায় বাগানবাড়ীতে কাটাইয়া যখন বিজয়-ভূষণের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্র গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করিতেছে। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া একখানি ইজি চেয়ারের উপর নিদ্রালস দেহটাকে এলাইয়া দিয়া জড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"রামসিং ?"

রামসিং বাগানবাড়ীর রক্ষক। সে তখন বেশ নিশ্চিন্ত মনে চারিপায়াযুক্ত দড়ির খাটের উপর আড়াই মনী দেহটাকে বিছাইয়া দিয়া তাহার নূতন সঙ্গী লছমন প্রসাদকে গত রাত্রে বাবুর এই বাগানবাড়ীতে যে কলিকাতার খেমটা হইয়া গিয়াছে, তাহারই এক কলি গান গাহিয়া শোনাইয়া অপূর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ভাব ব্যাখ্যা করিতেছিল—"ভালবাসতে এসে আমারে কাঁদাও সতত প্রাণ—আউর মাৎ ভালো যোঁদি বাঁসতে আসিয়ে সে তো কাঁন্‌বে কেনে ?"

পশ্চিম দেশ হইতে সদ্য আগত বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লছমন প্রসাদ বন্ধুবর রামসিংএর বাঙ্গালা ভাষায় অগাধ জ্ঞান দেখিয়া গানের মর্ম্ম কিছু না বুঝিতে পারিলেও অবাক্ হইয়া তাহার অপূর্ব্ব

কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া অনাদিনাথ বলিল—"জোগাড় আমি করতে পারি—তবে তাতে বিপদ অনেক।"

বিরক্তির সহিত বিজয়ভূষণ বলিল—"ড্যাম ইউর বিপদ আপদ। আছে কিনা খোঁজ নাও—তারপর কাজ বাগাবার ভার আমার উপর।"

উৎসাহ পাইয়া অনাদিনাথের কিছু সাহস হইল—কণ্ঠস্বরটা কিছু মৃদু করিয়া বলিল—"তা কি আর জানিনে ভাই তবে কিনা—"

বাধা দিয়া বিজয়ভূষণ বলিয়া উঠিল—"আবার গৌরচন্দ্রিকা সুরু কল্লে! নাঃ—তোমার দ্বারা কিছুই কাজ হবার যো নাই। তুমি একটী প্রকাণ্ড 'গ এ আকার আর ধ এ আকার'।"

এমন সময় বিজয়ভূষণের দ্বিতীয় বন্ধু দুর্গাপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গাপদ লোকটা একটা কলির অবতারবিশেষ। জগতে এমন কোন কুকার্য্য নাই, যাহা তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে না পারে। চুরি ডাকাতী হইতে খুন গুম সবই সে নির্ব্বিকার-চিত্তে করিয়া যাইতে পারে। ইহারই সাহায্যে বিজয়ভূষণ যে কত ভীষণ পাপ কার্য্য পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া করিয়া লইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সব নানা কারণে বিজয়ভূষণ তাহাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করিত ও কোন একটা শক্ত কাজ উপস্থিত হইলেই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাটাইতে পারিত। দুর্গাপদও প্রাণপণে তাহার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

বিজয়ভূষণ দুর্গাপদকে দেখিয়া মহা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর ইংরাজী কায়দা অনুসারে বন্ধুর কর-মর্দ্দন করিয়া সাদরে তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল।

দুর্গাপদ হাসিয়া বলিল—"আজ যে ভারী ভক্তি দেখছি হে—বলি কিছু মৎলব টৎলব আছে নাকি ?"

"আছে বৈকি হে—আগে দু এক গ্লাস চলুক। তারপর সব বলছি।" বলিয়া বিজয়ভূষণ তাহার দিকে মদের গ্লাস ও বোতল আগাইয়া দিল।

দুর্গাপদ বিনা বাক্যব্যয়ে বোতলটা নিঃশেষ করিয়া রুমালে মুখখানি ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা, এইবার তোমাদের মৎলবটা বল দেখি শুনি।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিল—"মৎলব বড় সোজা নয় হে। একটা নূতন শীকার জোটাতে হবে।"

আকর্ণ-বিস্তৃত হাস্যে সমস্ত মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া দুর্গাপদ বলিল—"ওঃ—এই কথা! তার জন্যে আর ভাবনা কি। এ শর্ম্মা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমাদের মনের আশা তা সে যতদূরই অসম্ভব হোক না কেন পূর্ণ হবেই হবে।"

প্রবল উৎসাহ-ভরে অনাদিনাথ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"তা ত বটেই—তা ত বটেই—এই ত হচ্চে আসল বন্ধুর কাজ।"

সহসা উৎকট হাসিকে থামাইয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া দুর্গাপদ

বিজয়ভূষণের দিকে চাহিয়া বলিল—"হাঁ—এই গাঁয়েই একটা ভাল শীকার আছে বটে।"

অনাদিনাথ ও বিজয়ভূষণ উভয়েই প্রায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিল —"কে হে—কোথায় ?"

সেইরূপ গম্ভীর স্বরেই দুর্গাপদ বলিল—"হরি বিশ্বেসের স্ত্রীকে দেখেচ ?"

বিজয়ভূষণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"কই—দেখেছি ব'লে, মনে হচ্ছে না।

"তা হলে তোমরা আর গাঁয়ে বাস করে দেখেচ কি !" বলিয়া দুর্গাপদ বিনাইয়া বিনাইয়া সৌরভীর রূপ বর্ণনা করিতে লাগিয়া গেল। অপরূপ সৌন্দর্য্য রাশির সালঙ্কার বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বিজয়ভূষণের পৈশাচিক হৃদয়ে পাপ বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। দুর্গাপদর হাত দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ভাই, একবার দেখাতে পার ?"

হাসিয়া দুর্গাপদ বলিল—"তা পারি বৈকি—দেখান ত আর কিছু কঠিন কাজ নয়।"

বিপুল আগ্রহভরে বিজয়ভূষণ বলিল,—"তবে ভাই কালই আমাকে দেখাতে হবে।"

দুর্গাপদ সানন্দে স্বীকৃত হইয়া কি ভাবে সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইবার ছলে কাল অতি প্রত্যূষে ঘোড়ায় চড়িয়া হরি বিশ্বাসের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে ও সৌরভীর সহিত চোখাচোখি



হইলে কিভাবে তাহাকে ইঙ্গিত করিতে হইবে সমস্তই শিখাইয়া দিয়া সে রাত্রের মত বিদায় লইল। বিজয়ভূষণও অনাদিনাথকে বিদায় দিয়া টলিতে টলিতে বাড়ীর দিকে চলিল।

কিরণময়ী তখন সবেমাত্র খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ঘরের মধ্যে শুইতে যাইতেছিল। বিজয়ভূষণ জড়িতকণ্ঠে ডাকিল "কিরণ"। স্বামীর সে সুরাজড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিরণময়ীর ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। না জানি মদের নেশায় আজ আবার কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে! সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

বিজয়ভূষণ খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া হঠাৎ খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া কিরণময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ একটা মজার খবর আছে কিরণ।"

মজার খবরটা যে খুব সম্ভব কলিকাতার কোন খেম্টাওয়ালীকে লইয়া, তাহা কিরণময়ী তাহার কথার ভাব দেখিয়া অনুমান করিয়া লইল। কিন্তু সেই অপ্রীতিকর কথাটা শুনিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে কেবল একটা অশান্তিকে ডাকিয়া আনিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। তাই প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য সে খাবার আনিবার ছল করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহার এই উদাসীনতায় উন্মত্ত বিজয়ভূষণের বড়ই রাগ হইল। সে একটা বিকট চীৎকার করিয়া খাট হইতে লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু

বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না ; অবশদেহে মেঝের উপর শুইয়া গোঁঙাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই কিরণময়ী খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিতেই স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিজয়ভূষণ সে শব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর ছুটিয়া গিয়া কিরণময়ীর কেশাকর্ষণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আমার কথা বুঝি কাণে গেল না ?"

কিরণময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পা দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—চেঁচিও না। ও ঘরে মা বাবা শুয়ে আছেন শুনতে পাবেন।"

বিজয়ভূষণ তখন মদের নেশায় উন্মত্ত, কিরণময়ীর সে কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল—"ওঃ —শুনতে পেলে ত বয়েই গেল! আমি যেন কাউকে ভয় করেই কথা বলি।" এই বলিয়া সে সজোরে কিরণময়ীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল।

অভাগিনী সে আঘাত সামলাইতে না পারিয়া খাটের নীচে পড়িয়া গেল। কপালের এক জায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সে একটী যন্ত্রণা-মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কর্ত্তিত স্থান দুইহাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবশ দেহে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। আর পিশাচ বিজয়ভূষণ ? সে সেদিকে মাত্র একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে খাটের উপর উঠিয়া শুইয়া পড়িল ও অল্পক্ষণ মধ্যে গভীর নাসিকা-গর্জ্জনে ঘরখানি মুখরিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন অনাহারে মাঠে খাটিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর বাহিরের রোয়াকে বসিয়া হরিদাস ভাত খাইতেছিল। সৌরভী সম্মুখে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। হঠাৎ বাহিরে বিকট শব্দ করিতে করিতে একটা কালপেঁচা উড়িয়া গেল। কি একটা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় সৌরভীর হৃৎপিণ্ডটা সজোরে কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীত-স্বরে "রাম রাম" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিদাস হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"কিরে খুব ভয় পেয়েছিস নাকি ?

সৌরভী কোন উত্তর দিল না—পরণের কাপড়টা একবার ঝাড়িয়া লইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মনে মনে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল।

হরিদাস হাত বাড়াইয়া তাহার কাপড়ের একটা খোঁট চাপিয়া ধরিয়া সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই বলিল—"ইস্, ভয়ে যে একেবারে কাঠ হয়ে গেলিরে ! বোস্ বোস্—একটু বাতাস করি।" এই বলিয়া টানিয়া তাহাকে কোলের কাছে বসাইয়া পাখাখানা মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সৌরভী স্বামীর রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। জোর করিয়া

পাখাখানা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিল—"যাও আর আধিক্ষেতা কর্‌তে হবে না।"

"আধিক্ষেতা আমি করছি না তুই করছিস রে সৌরভী?" বলিয়া হরিদাস চাট্টী ভাত ভাঙ্গিয়া ডাল মাখাইতে লাগিল। সৌরভী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বেশগো বেশ। এখন এই অজুহাতে আমাকে ফাঁকি দিয়ে যে মনে করছ, ওই চাট্টী ভাত খেয়েই উঠে পড়বে তা হবে না কিন্তু বলে রাখচি—আরও চাট্টী ভাত ভেঙে নাও।"

হাসিয়া হরিদাস তাহার পেটের কাপড়টা আলগা করিয়া দিয়া বলিল—"ওরে বাস্‌রে বাস! তা হ'লেই হয়েচে আর কি! এই খাওয়ার চোটে পেট ত ফুলে ঢাক হয়েচে, আর এর উপর খেলে কি আর রক্ষে থাকবে, পেট ফেটেই অক্কা পেতে হবে।" এই বলিয়া সে হাত তুলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সৌরভীও হাসিতে হাসিতে পাখাখানি রাখিয়া স্বামীর পেটে বার দুই তাহার নরম হাতখানি বুলাইয়া দিয়া বলিল—"যাও এই বার সব হজম হয়ে গিয়েছে! এখন আবার নূতন করে খেতে সুরু কর।"

বাঁহাত দিয়া খপ্‌ করিয়া তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া হরিদাস বলিল—"তোর হাতে কি হজমি ওষুধ আছে নাকিরে, যে একবার হাত বুলিয়ে দিলেই পেটের মধ্যেকার আস্ত আস্ত ভাত তরকারী-গুলো সুড়সুড় করে হজম হয়ে যাবে!"

"তা আছে বৈকি—নইলে এই হাতের—"বলিতে বলিতে সৌরভীও খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হরিদাস তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"আচ্ছা তাই একবার পরখ করে দেখি।" এই বলিয়া সে ডালমাখা ভাতগুলি পুঁটীমাছের চচ্চড়ি ও পুঁইশাক দিয়া সপাসপ্ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তারপর সৌরভী উঠিয়া একবাটী দুধ ও খানকতক বাতাসা আনিয়া তাহার পাতের গোড়ায় রাখিয়া দিতেই হরিদাস ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িয়া মিনতির স্বরে বলিল—"সত্যি বল্‌ছি সৌরভী, আর আমার পেটে একটুও জায়গা নাই। তুই ওসব আজকের মত রেখে দিগে যা—কাল সকালে খাব।" কিন্তু তাহার সে মিনতিতে সৌরভী কাণ দিল না।

হাসিতে হাসিতে তাহাকে টানিয়া আবার পাতের গোড়ায় বসাইয়া দিয়া বলিল—"উহুঁ—ওসব চালাকী শ্রীমতি সৌরভী দাসীর কাছে খাটবে না। আর একবার এই হজমি ওযুধওয়ালা কচি হাতখানা পেটে বুলিয়ে দিই—তা হলে আবার নূতন করে ক্ষিদে পাবে।"

"না—না—আর ও হাত-টাত বুলিয়ে দরকার নাই। শেষে কি বাবা নাড়ী ভুড়ি শুদ্ধ হজম করিয়ে দিবি!" এই বলিয়া হরিদাস অতি কষ্টে দুধটুকু ও বাতাসা কয়খানি খাইয়া উঠিয়া পড়িল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া সৌরভী ঘরের ভিতর গিয়া দেখিল, হরিদাস চোখ বুঁজিয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছে। সে আস্তে আস্তে দরজার খিলটা আঁটিয়া দিয়া চৌকীর নীচে হইতে খানদুই

টিকা লইয়া বাঁহাতের চেটোর উপর গুঁড়াইয়া একটু জল দিল। তারপর অতি সন্তর্পণে হরিদাসের কাছে গিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া হাতের সেই টিকাগোলা কালী তাহার গালের উপর মাখাইয়া দিতেই হরিদাস ধড়্ফড়্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তারপর সৌরভী কালীশুদ্ধ হাতদুখানি লুকাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই তাহা চাপিয়া ধরিয়া তাহারই গালে ও মুখে বেশ করিয়া কালী মাখাইয়া দিল। সৌরভী ভারী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু—যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙচ দাঁতের গোঁড়া!" বলিয়াই সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"অন্যায় আমার কিছু হয়নি রে সৌরভী. অন্যায় যতকিছু সব তোরই। তুই যেমন কর্ম্ম করেছিস, তেমনি ফল পেয়েছিস। এখন নিজের চাঁদপানা মুখের কেমন জৌলুস বেড়েচে তা একবার আয়নায় দেখসে আয়।" বলিয়া হরিদাস তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া একখানি আয়নার সম্মুখে লইয়া যাইতেই সৌরভী দুইহাত দিয়া নিজের চোখ চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—"ওগো, না—না—রাত্রে আয়না দেখতে নাই। তোমারই জিত হল—আমাকে ছেড়ে দাও।"

হরিদাস ভীত হইয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিতেই সে ছুটিয়া খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর হাত মুখ ধুইয়া একঘটি জল আনিয়া স্বামীরও হাত মুখ ধোয়াইয়া দিল। হরিদাস কাপড়ের খোঁটে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"দিন দিন তুই আচ্ছা দুষ্ট, হয়ে উঠ্‌ছিস সৌরভী!"

"আর নিজে বুঝি খুব ভাল মানুষ হয়ে উঠছ না ?" বলিয়া সৌরভী স্বামীর হাত ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর নিজে পার্শ্বে শুইয়া একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে অতিবাহিত করিল। তারপর হরিদাস পাশ ফিরিয়া সৌরভীর মাথাটা নিজের বুকের উপর লইয়া বলিল—"আমাকে তুই বড্ড ভালবাসিস্—নারে সৌরভী ?"

সৌরভী মুখে কাপড় দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"কে বল্লে তোমাকে আমি বড্ড ভালবাসি ?" মাথাটা জোরে চাপিয়া ধরিয়া হরিদাস উত্তর করিল—"আমি যে গুণতে জানি রে।"

"গুণতে ত জান না—তবে গুণ করতে জান বটে !" বলিয়া সৌরভী মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

হরিদাস খপ্ করিয়া তাহার ডান হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"গুণ আমি করতে জানিনে রে সৌরভী গুণ করতে জানিস তুই। নইলে কি আমার মত একটা কুড়ের বাদ্‌শা এতটা কাজের লোক হয়ে উঠতে পারত !"

সৌরভী কোন উত্তর দিল না—বালিশে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

হরিদাস তাহার হাতখানা নাড়া দিয়া বলিল—"সত্যি সৌরভী, তোকে পেয়ে যে আমি কতদূর সুখী হয়েচি তা একমুখে বলে শেষ করা যায় না। তুই যে আমার অন্ধকার ঘর এত শীগ্‌গীর আলো

করে দিবি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। শুনতে পাই মেয়ে মানুষের জন্যে সংসারের যত সব অশান্তির সৃষ্টি হয়—কিন্তু তোকে পেয়ে অবধি আমি ত সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে। বরং এখন মনে হয় এত বড় একটা মিথ্যে কথা লোকের মনে স্থান পায় কি করে!" হরিদাস আবেগ ভরে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সৌরভী হাসিয়া দুইহাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"খুব হয়েচে পণ্ডিত মশায় আর বক্তৃতেয় কাজ নাই। এখন অনেক রাত হয়ে পড়েচে—একটু ঘুমোও। কাল সকালেই আবার সুরু কল্লে চলবে খ'ন্।"

হরিদাস তাহাকে টানিয়া পাশে শোয়াইয়া দিয়া বলিল—"তোর খুব ঘুম পাচ্চে বুঝি?"

সৌরভী জানিত এক্ষেত্রে তাহাকে মিথ্যা উত্তর না দিলে আর রক্ষা থাকিবে না সারারাত্রি তাহার গুণকীর্ত্তণ করিয়াই কাটাইয়া দিবে। তাই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"তা পাচ্চে বৈকি।"

"আচ্ছা চোখ বুঁজে কে কত আগে ঘুমুতে পারে দেখা যাক।"

"তাতে আমাকে তুমি পেরে উঠবে না কিন্তু" বলিয়া সৌরভী হাসিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখ বুঁজিল। হরিদাসও চোখ বুঁজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কি যেন একটা বেদনা তাহার বুকের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। সে ঘুমাইতে পারিল না। খানিকক্ষণ চোখ বুঁজিয়া নিস্তব্ধ-ভাবে পড়িয়া রহিল। তারপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল



সৌরভী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খোলা জানালার মধ্য দিয়া সপ্তমীর জ্যোৎস্না তাহার মুখের উপর পড়িয়া হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছে। আর মধ্যে মধ্যে এক একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া তাহার কালো কালো চুলগুলি লইয়া নাচিয়া নাচিয়া সেই জ্যোৎস্না-চুম্বিত স্বেদাপ্লুত সুন্দর মুখখানির উপর ফেলিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। হরিদাস অনেক দিন ধরিয়া স্ত্রীর এইরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া আসিতেছে বটে—কিন্তু আজ যেন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি একটা নূতনত্ব দেখিতে পাইল, যাহাতে তাহার দেহ মন একেবারে বাহিরের আবহাওয়া কাটাইয়া ভিতরের কোন্ এক মোহময় স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গেল। তাহার এই মোহটী কাটিল ঠিক সেই সময়, যে সময় ও-পাড়ার বাবুদের বাড়ীর বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল ও সৌরভী কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হরিদাস তাড়াতাড়ি প্রদীপের শিখাটী উস্কাইয়া দিয়া স্ত্রীর মাথাটী কোলের উপর তুলিয়া লইয়া স্নেহকোমল-কণ্ঠে ডাকিল—"সৌরভী!" সৌরভী তখনও বুঝি সেই দুঃস্বপ্নটা দেখিতেছিল। স্বামীর মৃদু আহ্বানে আর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া একটা পাশবালিশকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিল। হরিদাস তাহার মাথাটী বেশ একটু জোরে নাড়া দিয়া বলিল—"ভয় কিরে সৌরভী, এই যে আমি আছি।"

সৌরভী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর তন্দ্রাঘোরে

স্বামীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল—"আমার কাছে এসে শোও—বড় ভয় কচ্চে।"

হরিদাস তাহার মাথাটী বুকের উপর তুলিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—"ভয় কিসের রে সৌরভী?" সেইরূপ জড়িত কণ্ঠেই সৌরভী উত্তর করিল—"একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখলাম।"

"কি স্বপ্ন?"

"কাল বলব—এখন ঘুমোও।" বলিয়া সৌরভী পাশ ফিরিতে যাইতেছিল। হরিদাস বাধা দিয়া বলিল—"না না, এখনই বল্—আমার মন বড় ছট্‌ফট্ কচ্চে।" সৌরভী আবার ধীরে ধীরে চোখ মেলিল—বলিল—"দেখলাম তোমার সঙ্গে যেন আমার ঝগড়া হয়েচে, তুমি আমাকে যেন দেখতে পাচ্চ না। আমি যতই তোমার কাছে যেতে চাচ্চি, ততই যেন তুমি আমাকে ফেলে দূরে দূরে চলে যাচ্চ। ভয়ে আমি তোমাকে চীৎকার করে ডাক্‌চি—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ফেলে যেওয়া না, আমি তা হ'লে বাঁচ্‌ব না, আর তুমি আমার সে কাতরতায় কাণ না দিয়ে হেসে হেসে আপন মনে ছুটে চলেছ। আস্তে আস্তে আমার পা দুটো যেন এলিয়ে এল—মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল, আমি "মাগো" বলে অবশ দেহে একখানা পাথরের উপর বসে পড়লাম তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলে।"

সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

"দূর পাগ্‌লী—তাই কি কখন হয়! তার জন্যে তোর ভয়

কিরে!" বলিয়া হরিদাস হাসিয়া তাহার মাথাটী টিপিয়া দিল। সৌরভী কিন্তু হাসিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বুকখানি কাঁপাইয়া চোখ বুঁজিল। হরিদাস আরও কিছুক্ষণ তাহাকে জ্বালাতন করিয়া ভোর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন একটু বেলা হইতেই সৌরভী স্বামীর ঘুম ভাঙ্গাইল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া হরিদাসের চোখ দুইটী তখন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। স্ত্রীর ডাকাডাকিতে উঠিয়া বসিয়া চোখ কচলাইতে কচলাইতে জড়িতকণ্ঠে বলিল—"এত সকাল বেলায় ডাকাডাকি কেন গো ?"

স্বামীর ডানহাতখানা বেশ একটু জোরে নাড়িয়া দিয়া সৌরভী বলিল—"কাল খালী পেটে মাঠে গিয়েছিলে—আজ মুখ হাত ধুয়ে সকাল করে দুটী খেয়ে যাও।"

কথাগুলি হরিদাসের কাণে গেল বটে—কিন্তু মনের সহিত তাহার বড় একটা সংযোগ না থাকায় সে কিছুই শুনিতে পাইল না। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

সৌরভী বেগতিক দেখিয়া ঘটি হইতে খানিক জল লইয়া তাহার চোখে মুখে ছিটাইয়া দিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল—"অ্যাঁ ?"

"বলি মুখ হাত ধুতে হবে না বসে বসে ঢুললেই চলবে ?"

"হ্যাঁ উঠি" বলিয়া হরিদাস বসিয়া বসিয়া আবার ঢুলিতে

লাগিল। সৌরভী আর এক আঁজলা জল লইয়া তাহার চোখে মুখে ছিটাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—"এই বুঝি তোমার ঘুম হচ্চে ?"

হরিদাস কাপড়ের খোঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌরভী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া উঠানে বসাইয়া দিল ও কূয়া হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া তাহার হাতের কাছে রাখিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া হরিদাস রোয়াকে উঠিয়া তামাক সাজিতে বসিল। কয়েকটা আলগা কাজ সারিয়া আসিয়া সৌরভী কাপড় ছাড়িয়া তাহাকে রাত্রিকার বাসী ভাত ঝাড়িয়া দিল।

হরিদাস বেশ তৃপ্তির সহিতই সেই বাসী ভাতগুলি পুঁইশাক ও পুঁটিমাছের চচ্চড়ি দিয়া খাইয়া মাঠে চলিয়া গেল।

সৌরভী বাড়ীর আল্‌গা কাজগুলি সব সারিয়া এক পেত গোবর লইয়া রাস্তার ধারের দেওয়ালের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখন রাস্তায় দু' চারজন লোক যাতায়াত করিতেছিল ও পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা শিউলিফুল কাপড়ে বাঁধিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। সৌরভী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া পেতের গোবরগুলি মাটীতে ঢালিয়া দুই পা দিয়া চট্‌কাইতে লাগিল। এক একটা দমকা বাতাসে তাহার মুখের কাপড়টা একটু একটু করিয়া সরাইয়া দিতেছিল। সৌরভীর কিন্তু সেদিকে

খেয়াল ছিল না। সে গোবরগুলি চট্‌কাইয়া চাপ বাঁধিয়া দেওয়ালের গায়ে খুব নিবিষ্টমনে ঘুঁটে দিতে লাগিল। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল। একটী বিশ বাইশ বৎসরের যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। তাহার চোখের দিকে চোক পড়িতেই সৌরভী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। যুবক একটু মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিয়াই তাহার পাশ দিয়া দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। সৌরভীর বুকটা কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হাত পা ও যেন ক্রমে অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া ঘুঁটে দিতে পারিল না। গোবরগুলি পেতেতে তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তারপর হাত পা ধুইয়া দাওয়ায় উঠিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া পড়িল।

এই যে যুবকটী ক্ষণপূর্ব্বে তাহার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়াছিল সে যে তাহাদেরই ময়না গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল জমিদারপুত্র, তাহা সে তাহার ঘোড়া দেখিয়া কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। তাই সে ভাবিল—যদি তাহার এই অনুমানটী সত্য হয়, তবে তাহার মাথার উপর যে একটা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী জমিদারপুত্রের নৃশংস আচরণের কথা সে অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছে। আর সহজে যে

কেহ এই পিশাচের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না তাহাও সে ভাল-রূপে জানিত। তাই একটা ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাহার সর্ব্বশরীর বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সে নিজের জন্য বড় একটা ভয় করে না। তাহার নিকট জীবনের মায়াটা অতি তুচ্ছ। যখন আবশ্যক হইবে, তখন হাসিতে হাসিতেই উহা ত্যাগ করিতে পারিবে। যে রমণীজাতির শরীরের শিরায় উপশিরায় সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীর রক্ত এখনও ক্ষীণভাবে বহিতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহা একটা বড় শক্ত কাজও নহে। তবে ভয় তাহার স্বামীর জন্য। যদি দুর্ব্বৃত্ত তাহার উপর কোন অত্যাচার করে! জমিজমা-গুলি কাড়িয়া লইয়া যদি মিথ্যা মকর্দ্দমা সাজাইয়া তাহাকে জেলে দেয়! কথাটা ভাবিতেই তাহার মাথার শিরাগুলি একটা অসহ্য যাতনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সেই অনাথের নাথ মধুসূদনকে ডাকিয়া বলিল—"প্রভু! আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

দুপুর বেলায় ভাতের হাঁড়িটা নামাইতেই হরিদাস মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়া ডাকিল—"সৌরভী?"

সৌরভীর বুকটা কি জানি কেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অন্যমনস্কভাবে হাঁড়ির ভাত নাড়িয়া আঙ্গুল পোড়াইয়া ফেলিল। তারপর দগ্ধ আঙ্গুলটার উপর তাড়াতাড়ি একটা ন্যাকড়া জড়াইয়া স্বামীকে হাত পা ধুইবার জল আগাইয়া দিল।

হরিদাস হাত পা ধুইয়া মুখ মুছিতেই তাহার সেই ন্যাকড়া

জড়ান আঙ্গুলটা দেখিতে পাইল—ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আহা! আঙ্গুলটা কাট্‌লি কি করে রে?"

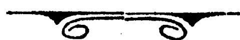
মুখখানি নীচু করিয়া সৌরভী উত্তর করিল—"কাটেনি—হাঁড়ির ভাত নাড়তে গিয়ে পুড়ে গিয়েছে।"

একটা সহানুভূতিসূচক বেদনায় হরিদাসের সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া উঠিল—বেদনামিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে বলিল—"অত তাড়াতাড়ি করতে তোকে কে বলে? আমি ত আর আফিসের বাবু নই, যে ঠিক সময়ে ভাত না পেলে চলবে না। তবে তোর এত তাড়াতাড়ি করে এসব দুর্ঘটনা ঘটান কেন!"

স্বামীর এ সমবেদনাসূচক তিরস্কার সৌরভীর প্রাণের কোন্ গুপ্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিল। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পাছে ইহা আবার স্বামীর চক্ষে পড়ে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া তরকারী রাঁধিতে বসিল।

হরিদাস বাহির হইতেই জোরে জোরে বলিতে লাগিল—"আঙ্গুলে যদি ব্যথা হয়ে থাকে তবে থাক—আজ আর বেশী কিছু রান্না করতে হবে না। ভাতকটা নামিয়েই তুই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়!" এই বলিয়া সে তেল মাখিয়া স্নান করিতে বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর হৃদয় যে সে কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সৌরভী হর্ষে ও আনন্দে কিছুতেই চোখের জল আটকাইতে পারিতেছিল না—স্বর্গীয় অমিয় উৎসের মতই ক্রমাগত ঝরিয়া যাইতেছিল।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুর্গাপদর নিকট সৌরভীর রূপের বর্ণনা শুনিয়া বিজয়ভূষণের প্রাণে একটা লালসার সৃষ্টি হইয়াছিল সত্য—কিন্তু তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া যে সেই লালসাটা এতটা উন্মাদনার সৃষ্টি করিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে এ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সৌরভীর ন্যায় এরূপ পূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তাহার চক্ষে কখনও পড়ে নাই। যদিও সে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই, তথাপি আজ যেটুকু দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই সে বুঝিয়াছে যে বিধাতার চরম সৃষ্টিকলা এই পল্লীবধূর মধ্যেই প্রকটিত হইয়াছে। বিজয়ভূষণের মাথায় আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সৌরভীকে হস্তগত করিবার জন্য সে উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দুর্গাপদ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"ভাই, এত উতলা হয়ো না—উতলা হ'লে সব কাজই মাটী হবে।"

বিজয়ভূষণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"উতলা আমি সাধে হই নি ভাই! যে রূপ দেখে এলাম তাতে আমার মাথায় আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে। তোমরা যত শীঘ্র পার, তাকে আমার কাছে এনে দাও—নইলে আমি বাঁচব না।"

দুর্গাপদ বন্ধুর অবস্থা বুঝিল। এ অবস্থায় যে তাহার দ্বারা স্বার্থসাধনের কতবড় সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় একটা পৈশাচিক উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বোতল হইতে উগ্র সুরা ঢালিয়া বিজয়ভূষণের হাতে দিয়া বলিল—"তার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই বিজয়। আমি যখন আছি, তখন যেমন করে হোক ওকে তোমার হাতে তুলে দেবই দেব। তবে কাজটা সোজা করবার জন্যে উপস্থিত কিছু টাকা খরচ করা চাই। জান ত ওর স্বামী হরি বিশ্বাস কিরকম বদ্‌রাগী মানুষ। হয়ত জানতে পাল্লে আমাদের ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। তাই বলি কি কিছু কিছু টাকা দিয়ে আগে কতকগুলো লোককে হাত করে রাখতে হবে। যেন বেটা শেষে জানতে পেরেও টু টাঁ করতে না পারে।"

সৌরভীকে হস্তগত করিতে বিজয়ভূষণ তখন খুন পর্য্যন্ত করিতেও প্রস্তুত—সামান্য অর্থব্যয় ত কোন্ কথা! সে উপর্য্যুপরি কয়েক গ্লাস সুরা পান করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"টাকার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নাই দুর্গাদা। যত টাকা লাগে তুমি দুহাতে খরচ কর—আমার কেবল সৌরভীকে চাই।"

দুর্গাপদ হাসিয়া বলিল—"ব্যস্—তা হলেই হল। আমি সাতদিনের মধ্যে তাকে তোমার হাতে তুলে দেব।"

বিজয়ভূষণ সুরার উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিল—বলিল—"সত্যি বলছ দুর্গাদা—পারবে ?"

"আলবৎ পারব। যদি না পারি তবে আমার নাম দুর্গাপদ নয়।"

"বেশ বেশ—তা হলে কত টাকা চাই?" দুর্গাপদ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"উপস্থিত দুশো টাকা দাও। পরে দরকার হ'লে আরও নিয়ে যাব।"

বিজয়ভূষণ টাকা আনিবার জন্য টলিতে টলিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

কিরণময়ী বারান্দায় বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। স্বামীকে টলিতে টলিতে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। তারপর একখানি ইজিচেয়ারের উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বিজয়ভূষণ কিছুক্ষণ ধরিয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লইয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল—"বাক্সের চাবিটা কোথায় গো?"

স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল দেখিয়া ইদানী কিরণময়ী কৌশলে তাহার নিকট হইতে বাক্সের চাবিটা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। বিজয়ভূষণ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করে নাই। কারণ যখনই তাহার টাকার দরকার হইত, কিরণময়ীকে বলিলেই তখনই তাহা পাইত—কোনদিন এতটুকু অসুবিধা বোধ করিতে হইত না। কিরণময়ী স্বামীকে ঐরূপভাবে যখন তখন টাকা কড়িবাহির করিয়া দিলেও তাহার মনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। সে ভাবিয়াছিল,

যে এই টাকাকড়ি আদানপ্রদানের মধ্য দিয়াই সে ধীরে ধীরে স্বামীর দুর্ব্বল হৃদয়টাকে নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইবে। কিরণময়ী স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিল আজও বাগানবাড়ীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কোন নূতন বারবণিতার শুভাগমন হইয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া একটী প্রচণ্ড জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আলমারী খুলিয়া চাবিটী বাহির করিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকা দরকার?"

বিজয়ভূষণ জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল—"দু-শো-টাকা।"

কিরণময়ী বাক্স খুলিয়া দশটাকার কুড়িখানি নোট বাহির করিয়া বিজয়ভূষণের হাতে দিতেই সে টলিতে টলিতে চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু দুই এক পা চলিতে গিয়াই আবার মাটীতে পড়িয়া গেল। কিরণময়ী তাড়াতাড়ি ধরিয়া আবার চেয়ারের উপর বসাইয়া দিল। বিজয়ভূষণ প্রাণপণ শক্তিতে হাত পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"ছোড় দেও।"

স্বামীর সে অবস্থা দেখিয়া কিরণময়ীর দুই চক্ষু পূরিয়া জল আসিল—রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি—এ অবস্থায় বাইরে যেও না।"

বিজয়ভূষণ জোর করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া কিরণময়ীর মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া বিকৃতস্বরে বলিল—"ওঃ—পায়ে পড়ি—ভারী দামী কথাটাই বল্লে কিনা—তাই ওর আঁচল ধরে ঘরের মধ্যে পড়ে থাক্‌তে হবে!"

কিরণময়ী তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল—বলিল "লক্ষ্মীটী আমার, চেঁচিওনা। একটু সুস্থ হলেই যাবে। আমি তোমাকে আট্‌কে রাখব না।" কিরণময়ীর দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

তাহার সে কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করা ত দূরের কথা—বিজয়ভূষণ আরও রাগিয়া উঠিল। সমস্ত ঘরখানি কাঁপাইয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিল—"কেন চেঁচাব না? এ কি তোর বাবার বাড়ী নাকি যে আমাকে ভয় করে চল্‌তে হবে? আমি চ্যাঁচাব, হাজারবার চ্যাঁচাব—লক্ষবার চ্যাঁচাব—কই কোন্ শালী আমাকে আটক করে করুক দেখি?" বলিয়া সে কোমরে কাপড় জড়াইয়া জামার আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

কিরণময়ী তাহার সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিজয়ভূষণ কিছুক্ষণ আপন মনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া যখন দেখিল যে, কেহই তাহার কথায় উত্তর দিতেছে না, তখন বিরক্ত হইয়া টলিতে টলিতে বাগানবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

দুর্গাপদ তাহাকে দেখিয়াই উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া উঠিল। খানিকটা পথ আগাইয়া গিয়া তাহাকে একরূপ কোল-পেঁজা করিয়া ধরিয়া আনিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা পেয়েছ?"

বিজয়ভূষণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে নোট কয়খানি জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া দুর্গাপদর হাতে দিয়া বলিল—"পাব না ত কি বাবা ওম্‌নি জমিদারের ছেলে হতে গিয়েছিলাম! বল্‌বামাত্রই গিন্নী কেঁচোর মত সুড়্‌সুড় ক'রে টাকা বের করে দিলে।" বলিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া বিকৃত ভঙ্গিতে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

দুর্গাপদ ক্ষিপ্রহস্তে নোটগুলি পকেটস্থ করিয়া বিজয়ভূষণের পিঠে গোটা দুই তিন থাবা মারিয়া বলিল—"এই ত চাই—এমন পায়ের পয়জার না হলে কি বৌ নিয়ে সুখ আছে!"

বিজয়ভূষণ কোন উত্তর দিল না। সে স্ত্রীকে যে কতখানি বশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা ভাবিয়া মনে মনে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ থামিয়া দুর্গাপদ বলিল—"তা হলে ভাই আজকের মত উঠি। এদিকে অনেক কাজ বাকী আছে—চট্‌পট্‌ সব সেরে নিতে হবে বুঝ্‌লে কিনা।"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বিজয়ভূষণ বলিল—"তা কি আর জানিনে মাই ডিয়ার দুর্গা দা! তবে তোমার মত কম্‌রেডকে কাছছাড়া করতে ভারী কষ্ট হয়। যাক এখন সেই চাঁদমুখখানা যাতে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সারাদিনরাত্রি দেখ্‌তে পাই তার ব্যবস্থা করগে।"

"আচ্ছা আচ্ছা—তার জন্যে তোমার কোন ভাবনা চিন্তে নাই।

তুমি এখন খানিকটা সরষের তেল নাকে দিয়ে দিব্যি আরামে পা ছড়িয়ে একটা ঘুম দাও। আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই যেমন করে পারি কাজ হাঁসিল করবই করব। আমার নাম দুর্গাপদ বাবা—হাঁ—চালাকি নয়।" এই বলিয়া বন্ধুর দিকে চাহিয়া একটা মিঠা-কড়া রকম হাসিয়া তাহার নাদুস নুদুস দেহটা গর্ব্বভরে দোলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিজয়ভূষণ চেয়ারের উপর কাৎ হইয়া গভীর গর্জ্জনে নাক ডাকাইতে সুরু করিয়া দিল।

দুর্গাপদ বাগানবাড়ী হইতে বাহির হইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা দাঁও মারা গেছে যা হোক। ভগবান যদি মধ্যে মধ্যে এমনি দাঁও মিলিয়ে দেন, তবে ময়নাগাঁয়ে বসে দিনগুলো বেশ আরামে কেটে যায়। যাক্—এখন এ টাকাগুলো ত ঘরে পোরা যাক। তারপর কাজ হাঁসিল বেহাঁসিল সে তো. পরের কথা। চেষ্টা করে দেখব—যদি পারি ভালই, আর যদি না পারি, তবে বোকাটাকে যা হয় একটা কিছু বলে বুঝিয়ে দেব—বাস্।" তারপর কিছুক্ষণ নাঁদা পেটটায় হাত বুলাইয়া বলিল—"আর পারবই বা না কেন? এই গাঁয়ে বসেই কতজনার বৌ বেটীকে ঘরের বার করে আনলাম। আর ঐ সামান্য ছুঁড়িটাকে বের করে আনতে পারব না? খুব পারব। যাক্—এখন একবার সারদার কাছে যাওয়া যাক। তাকেই প্রথমে এই কাজে দূতী নিযুক্ত করতে হবে। এসব কাজে সে ভারী ওস্তাদ। বোলচালও নেহাৎ মন্দ

নয়—বেশ কেতা দুরস্ত আছে। দেখা যাক কতদূর কি হয়!" মনের মধ্যে নানাপ্রকার মৎলব আঁটিতে আঁটিতে দুর্গাপদ জমিদার বাড়ীর পুরাতন ঝি সারদার খোড়ো ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল "সারদা—বলি ও সারদা ?"

সারদা তখন একটা বাঁশের খুঁটির উপর এক ডাল গাছা তামাক রাখিয়া দা দিয়া ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া কাটিতেছিল ও তাহার হেঁড়ে গলায় রাজখাঁই সুর তুলিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল ঃ—

"ফাঁকি দিয়ে গেল নিয়ে নাগর তোমায়।
সখি কোথা হতে দুঃখ দিতে এলরে আবার।
নতুন বঁধু নতুন সোহাগ—
নতুন পেলে শুক্‌নো ফুলে আসে কিলো আর॥
বেঁধেছ প্রাণ প্রাণ-স্বজনি কেবা আগে দেখ লো।
(তারপর) ভালবাসা প্রাণের ভিতর গোপনেতে রেখো লো।
মোদের কাছে লুকোচুরি, সাজে কি লো সহচরি,
এখন ভালবাসা কি মাধুরী—মোদের কাছে শেখো লো॥"

সারদা গানের ভাবে এম্‌নি বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল যে দুর্গাপদর উচ্চ আহ্বান শুনিতে পাইল না। সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিতে লাগিল—"ফাঁকি দিয়ে গেল নাগর তোমায়।"

দুর্গাপদ বুঝিল সারদার প্রাণ এখন গানে তরর্ হইয়া আছে। আজ তাহার হাজা নদীতে দুকুলপ্লাবী বান ডাকিয়াছে। এখন তাহার দোর গোড়ায় মাথা খুঁড়িয়া চীৎকার করিলেও সে শুনিতে

পাইবে না। সুতরাং সে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া বুদ্ধিমানের মত একেবারে সারদার সম্মুখে গিয়া হাজির হইল।

হঠাৎ তাহাকে সশরীরে আবির্ভূত দেখিয়া সারদা মধ্যপথেই তাহার সাধের গান থামাইয়া ও তামাক কাটা রাখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর একগাল হাসিয়া মুখখানা বিভীষিকাময় করিয়া বলিল—"ইস্—আজ আমি কার মুখ দেখে সকালবেলায় উঠেছিলাম যে এত সৌভাগ্য!"

দুর্গাপদ হাসিতে হাসিতে একখানা চট টানিয়া লইয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"সৌভাগ্য তোর নয় রে সারদা—সৌভাগ্য বরং আমার। তুই যে এমন মিঠে গাইতে পারিস ত আমি মাইরি জানতাম না।"

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া হর্ষে ও গর্বে সারদার বুকখানা দশহাত ফুলিয়া উঠিল—কিন্তু মুখে কিছু বিনয় দেখাইয়া বলিল—"হঁ আমাদের আবার গান, তার আবার কথা!"

দুর্গাপদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—"দূর ত হবে কেন! তোর গলা ভারী মিষ্টি—এ আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে হলপ করে বল্‌তে পারি।"

মৃদু হাসিয়া সারদা তাহার কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল—"যা যান—আর আদিক্ষেতা দেখাতে হবে না। আমার গলা যদি সত্যি সত্যিই মিষ্টি হবে তা হলে আর আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ে না কেন?"

দুর্গাপদও "ঘাগু" মানুষ—সেও সহজে হটিবার পাত্র নহে। ফস্ করিয়া জবাব দিল—"সে জ্বালার কথা আর বলিস কেন রে সারদা! আমার কি ইচ্ছে হয় না যে দু'দণ্ড তোর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করি?" তারপর ঢুল্ঢুলে পেট্টায় হাত দিয়া বলিল—"তবে কি জানিস—এইটের জন্যেই যত সব ভাবনা চিন্তে। কড়্‌একটা ফুরসৎ করে উঠতে পারিনে।"

সারদা বলিল—"ছোটবাবুর এক গেলাসের ইয়ার হয়ে এত-দিনেও এ দুঃখুটা ঘোঁচাতে পাল্লে না?"

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দুর্গাপদ বলিল—"কপাল রে সারদা কপাল! নইলে হরে, যদু, মধু বিজয়ের টাকাতে মানুষ হয়ে গেল, আর আমি তার প্রাণের বন্ধু হয়েও কিছু করে উঠতে পাল্লাম না। তবে উপস্থিত একটা কাজ হাতে পেয়েচি বটে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, তবে একাজটা থেকে দুপয়সা পাবার আশা আছে বটে। তবে তোর সাহায্য না পেলে কিছুই করে উঠতে পারব না।"

টাকার কথা শুনিয়া সারদার প্রাণটা আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিল। কিন্তু পাছে বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া ফেলিলে আবার নিজের দর কমিয়া যায় এই ভাবিয়া সে যথাসাধ্য কৌতূহল দমন করিয়া সহজকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম কাজ?"

"তুই যদি রাজী হোস, তবেই বলি। নইলে সুদুস্তু একটা গোপনীয় কথা প্রকাশ করে আর নিজের মাথার মায়াটা ছাড়তে চাইনে।"

দাঁতের ফাঁক দিয়া একরকম অদ্ভুত হাসি ফোটাইয়া সারদা বলিল—"আগে কাজটাই কি শুনি। তারপর রাজী গররাজী পরের কথা। তবে এটা জানবেন যে সারদা কোন লোকের গোপন কথা বের করে দেয় না।"

ফস্ করিয়া সারদার হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া দুর্গাপদ বলিল—"মাইরি বলছি ভাই সারদা, তোকে রাজী হতেই হবে।"

আকস্মিক কৌতূহল দমন করার ফলটা এত শীঘ্র ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সারদা মনটাকে আরও একটু শক্ত করিয়া লইল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা তা হবে—এখন কাজটা কি আগে বলুন দেখি শুনি?"

মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর করিয়া কপাল কোঁচকাইয়া দুর্গাপদ বলিল—"কাজটা একটু শক্ত।"

"তবু?"

দুর্গাপদ তাহার হাত দুখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"কথাটা একটু গোপনে বলতে হবে। আচ্ছা আগে একবার তামাকটা খেয়ে নেওয়া যাক—তারপর ঘরের ভিতর গিয়ে সব কথা খুলে বলব।"

সারদা সুযোগ বুঝিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটা ছোট্ট নয়ন-বাণ হানিয়া উঠিয়া তামাক সাজিতে বসিল। কলিকার উপর তামাক দিতে দিতে বলিল—"আপনার কথার বহর শুনে মনে হচ্চে বিজয়বাবুর কাছ থেকে বেশ একটা বড় রকম দাঁও মেরেছেন। আমাকে কিন্তু তার ভাগ দিতে হবে—ফাঁকি দিলে চলবে না।"

মুখখানা কি এক রকম করিয়া চোখ দুইটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দুর্গাপদ বলিয়া উঠিল—"আরে রামঃ রামঃ শিবঃ শিবঃ তোকে ভাগ দেব না—সে'ও একটা কথার মত কথা হল নাকি! তুই হবি মূল মন্ত্রী—তোকে বাদ দিলে কি চলে! সে রকম কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিস্ নেরে সারদা।"

দুর্গাপদর কথাগুলি সারদা বিশ্বাস করিল কিনা সেই জানে—কিন্তু মুখে বলিল—"তা আর জানিনে বাবু! আপনারা হচ্চেন গিয়ে মহৎ লোক—আপনারা কি ফাঁকি দিতে পারেন! তবে দুই একজন হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড় মিন্‌সের কাজ করে দিয়ে ঠকেছি কি না তাই মুখ থেকে কথাটা ফস্ করে বেরিয়ে গেল। যাক্ তার জন্যে মনে কিছু করবেন না।" আবার একটা ক্ষুদ্র নয়নবাণ হানিয়া সারদা কলিকার উপর আগুন ধরাইয়া দুর্গাপদর হাতে দিল। পাশেই প্লীহারোগগ্রস্ত দৌলতবাজার নিবাসী যুবকের পেটের মত একটা ডাবা হুকা ধূলার মধ্যে পড়িয়া তাহার অস্তিত্ব গোপনের প্রয়াস পাইতেছিল।

দুর্গাপদ হাত বাড়াইয়া সেই হুকাটি টানিয়া লইয়া কোঁচার কাপড়ে ধূলা ঝাড়িয়া লইয়া কলিকাটী তাহার মাথায় বসাইয়া খুব জোরে এক টান দিল। তারপর এঞ্জিনের ন্যায় ভক ভক করিয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া সারদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তামাকটা কি দোকান থেকে কেনা রে?"

সারদা মুখ মচকাইয়া হাঁসিয়া উত্তর করিল—"না।"

"তবে কি তুই নিজে মেখেচিস ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আর একগাল ধোঁয়া সারদার মুখের দিকে হুস্ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া দুর্গাপদ বলিল—"ভারি মিঠে তামাক হয়েচে কিন্তু।"

"হাতের গুণে নাকি ?" বলিয়াই সারদা দুর্গাপদর মুখের দিকে চাহিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল। প্রায় মিনিট দশেক ধরিয়া হুকা টানিয়া টানিয়া কলিকার তামাক নিঃশেষপ্রায় করিয়া দুর্গাপদ হুকাটী নামাইয়া কলিকাটী সারদার হাতে দিল। সারদা সেই উত্তপ্ত কলিকাটী হাতে ধরিতে না পারিয়া আঁচলের কাপড় দিয়া ধরিয়া একটু আড়ালে গিয়া তুই এক টান দিয়াই ফিরিয়া আসিল।

দুর্গাপদ বলিল—"হ্যাঁ—এইবার চল—ঘরে গিয়ে কাজের কথা বলিগে।"

"চলুন" বলিয়া সারদা বাহিরের দরজায় আগড় লাগাইয়া দিয়া দুর্গাপদকে তাহার ছোট ঘরটীতে লইয়া গেল।

দুর্গাপদ চৌকীর উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"হরি বিশ্বেসের বৌকে চিনিস ?"

মৃদু হাসিয়া সারদা দুর্গাপদর পায়ের গোড়ায় বসিয়া বলিল—"তা আবার চিন্‌ব না কেন ! গাঁয়ের সবাই ত ওকে চেনে। কারোর ছেলেপিলের শক্ত ব্যারাম হলে ত ওরই আগে ডাক পড়ে।"

"তা এক কাজ করতে পারবি ?"

"কি কাজ ?"

"কাল ওকে দেখে আমাদের বিজয়বাবুর ভারী লোভ পড়ে গিয়েছে—তা—"

হাসিয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল—"ওকে হাত করে দিতে হবে ত ?"

হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে দুর্গাপদ বলিল—"তা না ত আবার কি। তুই পারবি ত ?"

সারদা কিছুক্ষণ মুখ ফিরাইয়া ভাবিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কত দেবেন ?"

দুর্গাপদও কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া উত্তর করিল—"কুড়ি টাকা।"

জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একরকম অদ্ভুত শব্দ করিয়া সারদা বলিল—"ইস্—বলে কিসের নাম কি, আর বেগুন পোড়ায় ঘি। অত কম টাকায় এত বড় একটা কাজ আমার দ্বারা হাঁসিল হবে না। জানেন ত হরি বিশ্বেস সোজা লোক নয়। জানতে পাল্লে জমিদার ফমিদারের তোয়াক্কা রাখবে না। তা ছাড়া গাঁয়ের লোকগুলোকেও ছুঁড়িটে যে রকম যাদু করে রেখেচে, তাতে তারাও যে বড় চুপ করে থাক্‌বে তারও ভরসা নাই।"

দুর্গাপদ চিন্তিত হইল। কিছুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা—ত্রিশ টাকা পাবি।"

সারদা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—"এ কি বাজারের শাক কচু পেলেন নাকি ?"

দুর্গাপদ তাহার রকম সকম দেখিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল। এই ত্রিশটী টাকা হাতছাড়া করিতেই তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার উপর যদি আরও কিছু বেশী দিতে হয়, তাহা হইলে ত তাহার বুকের পাঁজরা খসিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সারদাকে সম্মত করাইতে না পারিলে যে কোন কাজই হইবে না। হয়ত এই দুই শো টাকা লইয়াই তাহাকে জন্মের মত দেশত্যাগী হইতে হইবে। দুর্গাপদ মুখখানি চূণ করিয়া চৌকী হইতে উঠিয়া সারদার দুই হাত জড়াইয়া ধরিল—কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"ভাই সারদা, তুই ত আমাকে বড্ড ভালবাসিস। আমার জন্যে না হয় এই কটা টাকা নিয়েই কাজটা সেরে দে। আমি চিরকাল তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকব।"

সারদা এই রকম লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে করিতেই ত্রিশের কোঠায় পা দিয়াছে। সুতরাং সে দুর্গাপদর মায়াকান্না দেখিয়া ভুলিল না। বিপুল বিরক্তিভরে নিজের হাত দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"যান যান—ত্রিশ টাকায় আমার দ্বারা একাজ হবে না। আপনি অন্য লোক দেখুন গে।"

কি করিয়া তাহার নিকট হইতে কাজ বাগাইয়া লইতে হয়, তাহা দুর্গাপদও বেশ জানিত। সে আবার গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"যাক আর দশটা টাকা বেশী দিব। তোকে এ কাজ করে দিতেই হবে সারদা।"

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর অবশেষে পঞ্চাশ টাকায় রফা

হইল। এখন সারদা কুড়িটাকা লইবে ও কাজ শেষ করিয়া দিয়া বাকী টাকাটা মিটাইয়া লইবে—এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। দুর্গাপদ একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চোক বুজিয়া তাহার হাতে দশ টাকার দুইখানি নোট দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সারদা নোট দুইখানি ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বাক্সের মধ্যে পূরিয়া বলিল—"আর গোটা ত্রিশেক নগদ টাকা চাই।"

দুর্গাপদর প্রাণ শুকাইয়া গেল। দুই চোক কপালে তুলিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—"আবার নগদ টাকা কি হবে?"

তালায় চাবি আঁটিতে আঁটিতে সারদা বলিল—"সাধে কি আর পুরুষমানুষ বলে! বলি নগদ টাকা না দেখালে গরীবের মেয়ে বৌ বশ করব কি সুদু হাত দেখিয়ে নাকি?" দুর্গাপদ ভাবিয়া দেখিল —কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নহে। কতকগুলি নগদ টাকা না দেখাতে পারিলে হয়ত প্রথমেই এমন লাভের কাজটা ফস্‌কাইয়া যাইবে। সুতরাং ইহা লইয়া আর ধস্তাধস্তি করা চলিবে না। এই ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, ওবেলায় এনে দেব।

"টাকাগুলো সব নূতন চক্‌চকে হয় যেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া দুর্গাপদ সারদার নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। সারদাও সৌরভীর নিকট কথাটা কিরূপভাবে পাড়িবে তাহাই ভাবিতে বসিল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

"বউমা ও বউমা—বলি বাড়ী আছ গো ?" বলিয়া একটী প্রৌঢ়া হরিদাসের বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা তখন প্রায় তিন প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। হরিদাস খাওয়া দাওয়া করিয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছে। সৌরভী একাকী ঘরের ভিতর বসিয়া একখানি শত ছিন্ন মলিন কাঁথা সেলাই করিতেছে। কেলো বিড়ালটা তাহার সম্মুখে বসিয়া বিজ্ঞের ন্যায় একদৃষ্টে তাহার সেলাই দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া একটু ঢুলিয়া লইতেছে। সহসা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সৌরভী তাড়াতাড়ি কাঁথাখানিকে গুটাইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোক উঠানে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। স্ত্রীলোকটীকে সে পূর্ব্বে কোন দিন দেখে নাই। সুতরাং একটু বিস্মিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গা ?"

"আমি তোমাদের আপনারই লোক গো।" বলিয়া স্ত্রীলোকটী হাসিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বসিল।

সৌরভী কিছু অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি একখানি চট আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল ও নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীলোকটী তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল,—"কিগো, আমাকে চিনতে পারছ না ?"

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মুখের দিকে নিবিষ্টমনে চাহিয়াও সৌরভী এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটীকে কিছুতেই চিনিয়া উঠিতে পারিল না। তাই লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল—"কই না—তোমাকে ত আমি চিন্‌তে পাচ্চি নে।"

এক গাল হাসিয়া কণ্ঠস্বরটা কিছু মৃদু করিয়া স্ত্রীলোকটী বলিল—"আমি যে জমিদার বাড়ীর ঝি সারদা !"

পথ চলিতে চলিতে সহসা সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত ও ভীত হইয়া পড়ে সৌরভীও তেম্‌নি তাহার মুখে "জমিদার বাড়ীর ঝি-সারদা" শুনিয়া ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা অসহ্য জ্বালাময় বিদ্যুৎস্রোত বহিতে লাগিল। জমিদার বাড়ীর ঝি সারদাকে সে স্বচক্ষে কখন না দেখিলেও তাহার পৈশাচিক ব্যবসার কথা সে এই তিন বৎসর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যথেষ্টই শুনিয়াছে। এই পিশাচীর পৈশাচিক চক্রান্তে যে কত অভাগিনী জমিদারপুত্রের পাপলালসাগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়াছে, কত শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে তাহাও তাহার শুনিতে বাকী নাই। সুতরাং সেই সারদার তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণের সহিত যে কি ঘৃণ্য উদ্দেশ্য জড়িত আছে তাহা কল্পনা করিতেই তাহার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। সে বাক্-শক্তিহীন পাষাণপ্রতিমার ন্যায় স্থির দৃষ্টিতে সারদার মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল। প্রকৃত স্ত্রীলোক হইলে হয়ত সারদা তাহার সেই পলকহীন কাতর দৃষ্টি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিত না—তাহার নারী-হৃদয় সমবেদনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সে পুরুষের পাপ সাহচর্য্যে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। স্ত্রীলোক ত দূরের কথা—সে তখন "মানুষের" তালিকা হইতেও অনেক নীচে নামিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সৌরভীর সে মুখ, করুণ দৃষ্টি দিয়া যে হৃদয়ের কি গভীর বেদনা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল—"বলি এবার ত চিনতে পেরেছ।"

সৌরভী কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে তখন প্রবল ঝটিকান্দোলিত মহাসমুদ্রের অতল জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল।

সারদা তাহার মৌনকে সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া প্রফুল্ল হইল। আরও একটু নিকটে সরিয়া গিয়া প্রবল উৎসাহভরে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—"তা মা তোমার অদৃষ্ট ভাল। নইলে এত লোক থাকতে হঠাৎ তোমার উপর বাবুর নজর পড়বে কেন! আর তাও বলি বাছা—তোমাদের মত রূপসীর কি এইসব চাষাভূষোর ঘরে থেকে খেটে খেটে হাড় কালী করা মানায়। তোমাদের যেমন চোখ ঝলসান রূপ, তেম্‌নি চোক ঝলসান জিনিষের মধ্যে থাকলে তবেই ওরূপের কদর হয়। তা যাহোক মা, তুমি কিছু ভেবো না। কপালের যত দিন ভোগ লেখা ছিল তা হয়ে গেল। এখন যখন

বাবুর সুনজরে পড়েছ, তখন তোমার কিছুরই অভাব থাকবে না। ভাল ভাল কাপড় জামা গয়না যখন যা পরতে মন হবে আমাকে ডেকে গোপনে বল্লেই আমি তখুনি তা এনে দেব। সোনায় তোমার গা মুড়ে দেব।"

সারদা আপন মনে বক্‌বক্‌ করিয়া ক্রমাগত বকিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার এক বর্ণও সৌরভীর কাণে গিয়া পৌঁছিল না। সে মূর্চ্ছিত রোগীর ন্যায়ই চেতনাশূন্য হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ কিসের ঠুন্‌ঠান্‌ শব্দে চমকিত হইয়া চেতনা পাইতেই দেখিল, সারদা তাহার কাপড়ের খোঁট হইতে কয়েকটী নূতন চক্‌চকে টাকা বাহির করিতেছে। তখন তাহার পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল। বুঝিল, এতক্ষণ তাহার নীরবতার সুযোগ পাইয়া সারদা এতদূর দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া পাপের ভার বাড়াইয়া দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। সে হৃদয়ে বলসঞ্চার করিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর সারদার দিকে ফিরিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"ঝি?"

সারদা একগাল হাসিয়া টাকা কয়টী তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে আসিল। বোমে আগুন ঠেকিলে বোমটী যেরূপ সহসা বিকট গর্জ্জন করিয়া ফাটিয়া যায়, সারদার টাকাগুলির স্পর্শে সৌরভীও সেইরূপ গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল—"দূর হ শয়তানি, আমার বাড়ী থেকে।" ক্রোধে সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া



কাঁপিতে লাগিল। চক্ষু দুইটী হইতে যেন অগ্নিশিখা ছুটিতে লাগিল। সারদা তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেল। হাতের টাকা গুলি ঝন্ঝন্ করিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। এই সামান্য পল্লীবালার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে এত তেজ লুক্কায়িত ছিল তাহা সারদা ক্ষণপূর্ব্বেও জানিতে পারে নাই। জানিলে হয়ত এতদূর অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। তাই সে সহসা তাহার সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

সৌরভী তখনও তাহাকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আরও অধিক ক্রুদ্ধ হইল—তেজঃপ্রদ কণ্ঠে বলিল—"শয়তানি, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে? তোর পাপ টাকা নিয়ে এখনই আমার বাড়ীর সীমানা ছেড়ে দূর হয়ে যা—আমার ঘর অপবিত্র করিস নে। তোর বাবুকে গিয়ে বলিস, সৌরভী তার মত পিশাচের টাকায় এমনি করে পদাঘাত করে।" বলিয়া সে ক্রোধভরে ভূমিতে কয়েকবার পদাঘাত করিল।

সারদা ভয়ে ভয়ে তাহার সেই ক্রোধরঞ্জিত স্বেদাপ্লুত মুখের দিকে চাহিল—কিন্তু দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার মনে হইল যেন সৌরভীর দুই চক্ষু দিয়া সতীত্বের তেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকারে বাহির হইয়া তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে যাইতেছে। আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিতে সাহস করিল না—নীরবে টাকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

সৌরভী একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। হায়! বিধাতা কেন তাহার দুর্ব্বল মস্তকে এ পাপ রূপের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। কেন তাহাকে কুরূপা কুৎসিতা করিয়া পাঠাইলেন না! তাহা হইলে ত তাহাকে আজ কেহ এরূপ অপমানের কথা বলিতে পারিত না! পথে ঘাটে তাহার দিকে কেহ পাপদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত না! তাহার মনে, বড়ই ক্ষোভ হইল। সে কিনা বাল্যকালে এই আপদ রূপটাকেই বাড়াইবার জন্য কত কি না করিয়াছে—কত ছাই ভস্ম মাখিয়া ইহার উৎকর্ষসাধনে যত্ন করিয়াছে—প্রতিবেশিনীদিগের মুখে ইহার প্রশংসা শুনিয়া কতদিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কে জানিত যে তাহার সেই দুগ্ধকদলীপুষ্ট সর্প একদিন তাহাকেই এমন ভীষণভাবে দংশন করিবে। যদি সে পূর্ব্বে ইহার বিন্দুমাত্র আভাষ পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় এই বিষধর কীটটী এত গর্ব্বের সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র দংশনজ্বালায় তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতে পারিত না। কিন্তু এখন? এখনও কি ইহার বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত করিবার কোন উপায় নাই? আছে বৈকি। তবে তাহাকে করিতে হইবে। এই সোনার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিতে হইবে—অনাহারে অনিদ্রায় শরীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে—মুক্তার মত দাঁতগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু সহসা সৌরভীর বুক দপ্ দপ্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত সবেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী কি তখন

আর তাহাকে এম্‌নি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবে ? এম্‌নি কথায় কথায় কি তাহার মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটিবে ? এম্‌নি আবেগ-ভরে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বনের পর চুম্বনে শরী-রের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া একটা পুলকশিহরণ জাগাইয়া দিবে ? এম্‌নি যখন তখন মধুর সম্ভাষণে তাহার প্রাণে মন্দাকিনীর ধারা বহাইয়া দিবে ? সে আর ভাবিতে পারিল না। দুইহাতে প্রাণপণ শক্তিতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া একটা কল্পিত যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

সৌরভী সেই যে মুখ গুঁজিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধভাবে মেঝের উপর বসিয়াছিল, আর এ পর্য্যন্ত উঠে নাই। কখন যে সমস্ত অপরাহ্লটা কাটিয়া গিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলেন তাহা তাহার আদৌ জ্ঞান ছিল না। তারপর যখন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হরিদাস মাঠ হইতে ঘর্ম্মাক্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া ডাকিল —"সৌরভী?" তখন তাহার জ্ঞান হইল। তাড়াতাড়ি অবশ দেহটাকে কোন মতে টানিয়া তুলিয়া স্বামীকে হাত পা ধুইবার জল তুলিয়া দিল।

হরিদাস তাহার চিন্তামলিন মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিয়া—ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে, তোর মুখখানা অমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন? জ্বর টর কিছু হয়েছে নাকি?"

কোন মতে "না" বলিয়া সৌরভী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিয়া ব্যস্তভাবে ঘর গুলিতে ঝাঁট দিতে লাগিল।

তাহার চাপাগলার "না" উত্তরে হরিদাস বিশ্বাস করিতে পারিল না। হাত মুখ ধুইয়া ঘরে গিয়া তাহার কপালে ও বুকে হাত দিয়া বলিল—"না—গা ত তেমন গরম ঠেক্‌চে না। তবে মুখখানা অমন শুক্‌নো হল কেন রে?"

"দিনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে বোধ হয়।" বলিয়া সৌরভী মুখ নীচু করিয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল।

সারদাসম্বন্ধীয় কথাটা বলিয়া ফেলিবার জন্য তাহার বুকের মধ্যে একটা প্রবল উৎকণ্ঠা ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে তাহার স্বামীর প্রকৃতি ভালরূপে জানিত। কথাটা শুনিয়া যে, সে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে ও এখনই একটা কি মহা অনর্থপাত করিয়া বসিবে—তাহাই ভাবিয়া সে অতি কষ্টে মনের ব্যথা মনের মধ্যেই ঠেলিয়া গুঁজিয়া চাপিয়া রাখিল।

তাহার উত্তর শুনিয়া হরিদাস হো হো, করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"তুই কি আমাকে এম্‌নি বোকা পেলিরে সৌরভী যে, যা তা একটা বলে আমাকে ভুলিয়ে দিবি।"

সৌরভী কোন উত্তর দিল না—কিন্তু তাহার চোকের কোণ হইতে কয়েক ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া মাটীর উপর গড়াইয়া পড়িল।

হরিদাস তাহা দেখিতে না পাইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েচে রে। তুই আমার কাছে লুকোচ্চিস বলে বোধ হচ্চে।"

স্বামীর অলক্ষ্যে বাঁ হাতের চেটোয় চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিয়া সৌরভী বলিল—"না—না—তেমন কিছু হয়নি। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে মাথাটা একটু ধরেছিল মাত্র।"

হরিদাস তক্তার পাশ হইতে কলিকাটী বাহির করিয়া তামাক

সাজিতে সাজিতে বলিল—"তা ত ধরবেই। সারাদিন ভূতের মত যে খাটুনীটা খাটিস। তাও আবার কেবল নিজের বাড়ীর কাজ করে সুখ হবে না—কোথায় কার বাড়ীতে কার ছেলের জ্বর হয়েচে, কার বসন্ত হয়েচে—এই সব খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের পিছনে খাটবি—তা মাথা ধরবে না কেন!"

সৌরভী কোন উত্তর করিতে পারিল না। অতি কষ্টে চোখের জল আটকাইয়া বাহিরটা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। হরিদাস তামাক খাইয়া হুকাটী দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া বাহিরে একখানি মাদুর পাতিয়া বসিল।

সৌরভী নীরবে সমস্ত ঘরদোর ঝাঁট দিয়া সন্ধ্যাদীপ জ্বালিল। তারপর তুলসী তলায় গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই, তাহার দুই চোখ বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। প্রদীপের আলোতে তাহা দেখিতে পাইয়া হরিদাস হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদচিস্ কেন রে? খুব মাথা ধরেচে নাকি?"

সৌরভী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। অবশদেহে স্বামীর কাঁধের উপর মাথাটী রাখিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

হরিদাস ব্যস্ত হইয়া এক হাতে তাহার মাথাটী ধীরে ধীরে টিপিতে লাগিল ও অন্য হাতে চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে

স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল—"চল্—বিছানায় গিয়ে শুগে। আমি মাথাটায় একটা জলপটি দিয়ে একটু হাওয়া করিগে।"

সৌরভী মুখ তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"আমার মাথা ধরেনি।" হরিদাস বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে?"

মাথাটা ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া কাপড়ের খোঁটে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সৌরভী বলিল—"খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বলব।" সৌরভী কোন দিন স্বামীর নিকট কোন কথা গোপন করে নাই। তাই আজ তাহার আচরণে তাহার সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়া হরিদাসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না—বলিল—"তুই আজ হলি কিরে সৌরভী? তুই ত আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে কোন কথা বল্‌তে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিস নে—তবে আজ তুই এমন কচ্চিস কেন?"

"তার কারণ আছে। সব কথা খুলে বল্লেই বুঝতে পারবে। —চল, এখন জল খেতে দিইগে।" বলিয়া সৌরভী স্বামীর হাত ধরিয়া তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গেল। তারপর ঘড়া হইতে একবাটী মুড়ি বাহির করিয়া তাহাতে খানিকটা সরিসার তেল দিয়া মাখাইয়া লইয়া একটু গুড় দিয়া তাহার হাতের কাছে রাখিয়া দিল।

হরিদাস একখানি চট্ টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া মুড়ি খাইতে লাগিল।

সৌরভী উনানে আগুন দিয়া স্বামীর কাছে গিয়া বসিল। স্ত্রীর

ব্যথাকাতর মুখখানি দেখিয়া অবধি হরিদাসের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অনেক কষ্টে চিবাইয়া চিবাইয়া অর্দ্ধেক মুড়ি খাইয়া বাটীটাকে ঠেলিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। তারপর পূর্ণ একগ্লাস জল পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌরভী ব্যস্ত ভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"বোস—কথা আছে।"

হরিদাস পুনরায় চটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"কি কথা আছে বল্।"

সহসা সৌরভী তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"বল তুমি এ কথা শুনে গোলমাল করবে না?"

হরিদাস সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কাপড়ের খোঁটে চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—"কথাটাই কি বল্ না—আমি রাগ করব না!"

"সত্যি রাগ করবে না?"

সৌরভীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া একটা নাড়া দিয়া হরিদাস উত্তর করিল—"না রে না—আমি রাগ করব না—তুই বল্।"

সৌরভী উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল। তারপর মাটীর দিকে মুখ নীচু করিয়া কাপড়ের খোঁট খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"আজ দুপুর বেলায় আমাদের বাড়ীতে জমিদার বাড়ীর ঝি সারদা এসেছিল।"

সারদার পরিচয় হরিদাস ভালরূপই জানিত। সুতরাং স্ত্রীর

কথা শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল—বিপুল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর কি মৎলব নিয়ে এসেছিল ?"

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া সৌরভী ভীত হইল। কিন্তু আর ত পিছু হটিলে চলিবে না। সুতরাং সে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া তাহার নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া ক্রোধে হরিদাসের সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হিংস্রজন্তুর ন্যায় তাহার চক্ষু দুইটী ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে সমস্ত বাড়ীখানি কাঁপাইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—"তুই মাগীকে ছেড়ে দিলি কেন ? বাড়ীতে কি একগাছা মুড়ো ঝাঁটাও ছিল না ? তা যাক, মাগী তোর হাত থেকে রক্ষা পেয়েচে—কিন্তু তার যম যে এখনও রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে বেঁচে আছে ! দেখি মাগীর একবার কতদূর বুকের পাটা !" এই বলিয়া হরিদাস চালের বাতা হইতে একখানি বাকারী ভাঙ্গিয়া লইল।

সৌরভী ভীত হইয়া তাহার পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—হঠাৎ এমন জ্ঞান-হারা হয়ো না। আগে সব দিক ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রো।"

"আমি সব দিক ভাল করে ভেবে দেখেচি সৌরভী ! যে মুখে মাগী সেই পাপকথা উচ্চারণ করেছে, আমি তার সেই মুখখানা এই লাঠির ঘায়ে ভাঙতে চাই।" বলিয়া হরিদাস ক্রোধে সমস্ত মুখখানি লাল করিয়া হাতের লাঠিগাছটি ঘুরাইতে লাগিল।

সৌরভী দেখিল স্বামী যেরূপ রাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে হঠাৎ শান্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আর তাহার এই রাগের ফলটা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া সে বড়ই শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল—কাতর কণ্ঠে বলিল—"অত উতলা হয়ো না গো। জান ত জমিদারের ছেলে মাগীটার সহায়। ওর গায়ে হাত তুল্লে কি জমিদার আমাদের রক্ষা রাখবে।" বলিতে বলিতে সৌরভী কাঁদিয়া ফেলিল।

আজ আর তাহার সে ব্যাকুল ক্রন্দনে হরিদাসের হৃদয় টলিল না। "স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এসে ওর সহায় হয়ে দাঁড়ালেও মাগী আজ আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না—জমিদার ত কোন ছার সৌরভী!" বলিয়া সে সৌরভীর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

সারদা সৌরভীর নিকট অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ঘরটীতে বসিয়া কি উপায়ে এ অপমানের প্রতিশোধ লইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিল। সহসা যমদূতের মত হরিদাসকে লাঠী হাতে করিয়া তাহার ঘরের দাওয়ায় উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটী একটু উস্কাইয়া দিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে দরজায় খিল দিতে গেল। কিন্তু পারিল না—হরিদাস উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া আসিয়া তাহার চুলের মুঠী ধরিল।

সারদা প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হরিদাস তাহার সে

বিকট আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিল না। তাহার মাথার ভিতর তখন প্রতিহিংসার—আগুন—দাউ—দাও করিয়া জ্বলিতেছে! সে সিংহের ন্যায় হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল—"হারামজাদি শয়তানি—তুই কোন্ সাহসে আমার বাড়ীতে ঢুকেছিলি?"

সারদা দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"ওগো কে কোথায় আছ—আমাকে রক্ষা কর—খুণ কল্লে।"

"তোর মত পাপিষ্ঠাকে খুণ করে পৃথিবী থেকে একটা পাপের ভার নামিয়ে দেওয়াই উচিত!" বলিয়া হরিদাস তাহার পৃষ্ঠে সজোরে পদাঘাত করিল। ঠিক সেই সময় পিছন হইতে কে তাহার মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। হরিদাস সে গুরু আঘাত সহ্য করিতে পারিল না—অবশদেহে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।



নবম পরিচ্ছেদ

সারদা সৌরভীর নিকট গিয়া তাহাদের কাজের কতদূর কি করিয়া আসিল, তাহাই জানিবার জন্য দুর্গাপদ সারদার বাড়ীর দিকে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় হরিবিশ্বাসকে সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিল না। প্রাণ-ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বিজয়ভূষণের বাগানবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিজয়ভূষণ তখন বাহিরের বারান্দায় কাৎ হইয়া পড়িয়া কি একখানা বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িতেছিল। রামসিং কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছিল।

দুর্গাপদ ছুটিয়া তাহার নিকট গিয়া মাটীতে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিজয়ভূষণ তাহার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল—ব্যস্তভাবে বইখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েচে হে? অত হাঁপাচ্চ কেন?"

দুর্গাপদ কি একটা অস্ফুট শব্দ করিল মাত্র—স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না।

বিজয়ভূষণ ভীত হইয়া রামসিংকে জল আনিতে বলিল। তারপর রামসিং কাঁচের গ্লাসে করিয়া পূর্ণ এক গ্লাস জল আনিয়া বিজয়ভূষণের হাতে দিতেই দুর্গাপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না না—আমার কিছু হয় নি—জলটল দিতে হবে না।"

পার্শ্বের টেবিলের উপর জলের গ্লাস রাখিয়া বিজয়ভূষণ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে হঠাৎ অমন মূর্চ্ছিতের মত স্তব্ধভাবে মাটীতে বসে পড়েছিলে যে ?"

দুর্গাপদ ঢোক গিলিয়া বলিল—"ছুটে এলাম কিনা, তাই হাঁপ লেগে গিয়েছিল।"

বিজয়ভূষণ তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞসা করিল—"তা অমন ভাবে ছুটেই বা আস্‌তে হ'ল কিসের জন্যে ?"

দুর্গাপদ তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যাপারটা তাহার নিকট খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ক্রোধে বিজয়ভূষণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কি—সেই বেটা চাষা আমাদের ঝিকে বাড়ী চড়াও হয়ে মারতে এসেচে ?"

দুর্গাপদ ঢোক গিলিয়া গিলিয়া উত্তর করিল—"না ত কি! সে যে রকম পাগলের মত সারদার বাড়ীর দিকে ছুটে গেল, তাতে ত তাই বোধ হয়।"

বিজয়ভূষণ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"রামসিং ?"

রামসিং নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল—বিনীতভাবে উত্তর করিল—"হুজুর।"

"এখনই থানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।" এই বলিয়া বিজয়ভূষণ গুরুগম্ভীর পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে গিয়া দারোগা বাবুর নামে একখানি চিঠি লিখিয়া তখনই রামসিংকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

দুর্গাপদ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"দারোগাবাবু আসতে আসতে কিন্তু সে বেটা সরে পড়বে। এইবেলা লোকজন নিয়ে তাকে আটকান দরকার।"

"কুছ পরোয়া নাই" বলিয়া বিজয়ভূষণ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—"রমজান ?"

রমজান তাহার ঘোড়ার সহিস। তাহার শরীরে অসীম শক্তি ও দুষ্কর্ম্মে তাহার অসাধারণ সাহস। রমজান বাহিরে ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটিতেছিল। প্রভুর উচ্চ আহ্বান শুনিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিজয়ভূষণ বলিল—"রমজান! তোর লাঠিটা নিয়ে আয়—আমাদের সঙ্গে সারদার বাড়ী যেতে হবে।"

দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে রমজান চিরকালই অভ্যস্ত। সুতরাং সে প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তাহার কাল কুচ্‌কুচে চুলওয়ালা বুকখানা ফোলাইয়া একগাছা বাঁশের লাঠি লইয়া আসিল। দুর্গাপদ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সারদার বাড়ীর নিকট

গিয়া উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময় হরিবিশ্বাস সারদাকে পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বিজয়ভূষণের ইঙ্গিতে রমজান হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিল ও সেই আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণেই হরিদাস অবসন্ন হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

সারদা এতক্ষণ পদাঘাতের যন্ত্রণায় মাটীতে পড়িয়া গোঁঙাইতেছিল। হঠাৎ জমিদার বাড়ীর রমজানকে দেখিয়া তাহার সাহস হইল। তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"ওরে রমজান, শীগ্‌গীর হাত পা বেঁধে ফেল্। নইলে এক্ষুণি উঠে আবার আমাকে খুণ করতে আসবে।" এই বলিয়া সে চালের বাতা হইতে টানিয়া একগাছা শক্ত দড়ি রমজানের হাতের কাছে ফেলিয়া দিল। রমজান নিজের বুকে নিজেই বার দুই থাবা মারিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিল—"আর কোন ভয় নাই বিবিজান। আমি যখন এসে পড়েচি, তখন কোন ব্যাটার টু—টা করবার ক্ষমতা নাই।" এই বলিয়া গর্ব্বের সহিত হাসিতে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দড়ি দিয়া হরিদাসের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরেই পাড়ার কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া বিজয়-ভূষণ ও দুর্গাপদ আসিয়া হরিদাসকে বন্ধন অবস্থায় দেখিয়া বড়ই খুসী হইল। দুর্গাপদ রমজানের দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা

করিল—"ব্যাটাকে এত শীগ্‌গীর কাবু করে ফেল্লি কি করে রে রমজান ?"

রমজান তাহার দুইপাটী দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া তাহাদিগকে সেলাম করিয়া উত্তর করিল—"বাবু, আপনাদের ছিচরণের আশীর্ব্বাদে এই দুটো হাতের যে জোর আছে, তারই একটা পটবাড়ি খেয়ে বাছাধন চক্ষু চড়কগাছ করে ফেলেচে। বেশী কিছু আর আমাকে করতে হয় নি বাবু!"

দুর্গাপদ হাসিয়া তাহার ঘাড়ে গোটা দুই তিন চাপড় মারিয়া বলিল—"সাবাস সাবাস!" তারপর সারদার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এত লোক থাকতে তোরই উপর ওর এত মায়াটা বসে গেল কি করেরে সারদা ?"

সারদা মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া একবার করুণ দৃষ্টিতে বিজয়-ভূষণের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"কি জানি বাবু! আমি গরীবমানুষ—দুধ-ধান্দা করে খাই, তা 'ও হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া মিন্‌সের সহ্য হয় না।"

হরিদাসের ক্রমশঃ জ্ঞান-সঞ্চার হইতেছিল। সে সারদার কথাগুলি শুনিতে পাইল—কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন প্রতি-বাদ করিতে পারিল না। প্রতিবেশী হারু মণ্ডল তাহার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটা লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছিল। হঠাৎ তাহার ঠোঁট দুটী নড়িয়া উঠিল দেখিয়া সে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল—"হরিদাস ?"

পুনরায় হরিদাসের ঠোঁট দুইটী নড়িয়া উঠিল—কিন্তু মুখ-হইতে কোন কথা বাহির হইল না। হারু মণ্ডল তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া বিজয়ভূষণের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাবু, বাঁধনটা খুলে দিতে হুকুম দেন—নইলে বেচারা মারা যাবে।"

বিজয়ভূষণ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল—কিন্তু সারদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। হারু মণ্ডলের মুখের কাছে তাহার নথ-চক্র-যুক্ত মুখখানি লইয়া গিয়া দুই হাত নাড়িয়া বিকট ভঙ্গিতে বলিল—"যা যা মিন্‌সে—তোকে আর অত দরদ দেখাতে হবে না—তুই নিজের চরকায় তেল দিগে যা। তোর সাঙাৎ মরে যায়, বেঁচে থাকে, তা বাবুরা বুঝবেন—তোর কি?"

হারু মণ্ডল তাহার সে রণ-চণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। ইহার উপর আর কোন কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

অল্পক্ষণ পরেই থানার মোহন চাঁদ দারোগা তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ভূষণ ও দুর্গাপদ তাঁহাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কাণে কাণে কি কথা বলিল। তার-পর হাসিতে হাসিতে বিজয়ভূষণ তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী পকেটের মধ্যে দুইখানি দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া কি ইঙ্গিত করিল। দারোগা বাবু একটা মোটা চুরুট দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দেশ-লাইয়ের সাহায্যে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। তারপর পকেটের মধ্যে বাঁ হাতখানি দিয়া নোট দুইখানি বার কতক নাড়া-

চাড়া করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা সে সব ঠিক করে নেব আমি। তার জন্যে আপনাদিগকে আর কিছুমাত্র চিন্তা করতে হবে না।"

তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া দুর্গাপদ ও বিজয়ভূষণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের নিকট ফিরিয়া গেল।

হরিদাসের তখন বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে একজন কনেষ্টবলের দিকে চাহিয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিতেছে—"তোমরা কেন আমাকে বেঁধে রেখেছ? আমি ত কোন দোষ করিনি।" তদুত্তরে কনেষ্টবল-পুঙ্গব তাহার চাপ্ দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে হো আস্ফালন জুড়িয়া দিয়াছে। দারোগাবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই হরিদাস তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—"দারোগাবাবু, আমার বাঁধন খুলে দিতে বলুন—বড় কষ্ট হচ্চে।"

দারোগাবাবু তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ খিঁচাইয়া বিকৃত ভঙ্গিতে বলিলেন—"যখন দাঙ্গা করতে এসেছিলি, তখন একথা মনে করে আসতে পারিসনি?"

"আমিত দাঙ্গা করতে আসিনি দারোগাবাবু—সারদা আমার বাড়ী গিয়ে——"

হরিদাস আর বলিতে পারিল না। এতগুলি লোকের সম্মুখে বিজয়ভূষণের পাপপ্রস্তাব স্ত্রীর পবিত্র নামের সহিত জড়াইয়া প্রকাশ করিতে তাহার কণ্ঠস্বর আপনা হইতেই আটকাইয়া গেল। সে মুখ নীচু করিয়া রহিল। সারদা তাহার মাথার চুল এলাইয়া দিয়া

দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"কি মুখপোড়া হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে মিন্‌সে—আমি তোর বাড়ী গিয়ে তোর পাকা ধানে মই দিতে গিয়েছিলাম—না ?" তারপর দারোগাবাবুর দিকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুইটা ঘুরাইয়া কণ্ঠস্বরটা "নি" হইতে "রে" তে নামাইয়া বলিল—"দোহাই দারোগাবাবু, আমি কিছু জানিনে। আমাকে কুপথে নিয়ে যাবার জন্যে এই মুখপোড়া মিন্‌সে আমার পিছুতে লেগেছিল—কিন্তু আমি ওর প্রস্তাবে সম্মত হইনি বলে ওর যত আক্রোশ সব আমার উপর। এই বাবু দুজন আর রমজান মিঞা না থাক্‌লে ত হতচ্ছাড়া উড়োনচণ্ডে অলপ্পেয়ে মিন্‌সে আমাকে এতক্ষণ খুণ করে ফেলত।"

"হরিদাস তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ দারোগাবাবুর বুটযুক্ত পদাঘাত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। দারোগাবাবু সারদার এজাহার লিখিয়া লইয়া হরিদাসের বাঁধন খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন কনেষ্টবল তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাহার হাতে একজোড়া নূতন হাত-কড়ি পরাইয়া দিল। তারপর দারোগাবাবু বিজয়ভূষণ, দুর্গাপদ, রমজান ও পাড়ার অন্যান্য দুই একজনের সাক্ষ্য লইয়া হরিদাসকে সারদার গৃহে অনধিকার প্রবেশ-পূর্ব্বক মারপিট করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া থানায় লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বামীকে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া সৌরভী বাড়ীতে বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার স্বামীর প্রকৃতি সে ভালরূপেই জানিত। যখন সে প্রকৃতিস্থ থাকিত, তখন তাহার মত নিরীহ ভালমানুষটী খুঁজিয়া পাওয়াঁ যাইত না। কিন্তু যখন সে রাগিত, তখন তাহার কিছু জ্ঞান থাকিত না—হিংস্র পশু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। তাই সে যে আজ কি একটা মহা অনর্থপাত করিয়া বসিবে ও তাহার ফলে যে তাহাকে প্রবল-পরাক্রান্ত জমিদারের অত্যাচারে কিরূপ বিধ্বস্ত হইতে হইবে তাহাই ভাবিয়া সে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। উনানের আগুন ধরিয়া ধরিয়া আপনিই নিবিয়া গেল। বাড়ীর কেলো বিড়ালটা হরিদাসের পরিত্যক্ত জলের গ্লাসটা ফেলিয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে বাটীর মুড়িগুলি খাইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। সৌরভী স্বামীর চিন্তায় বিভোর—সে সব দিকে আদৌ লক্ষ্য করিল না। তারপর যখন ঘন-সন্নিবিষ্ট আম কাঁঠাল গাছের মধ্য দিয়া নবমীর চন্দ্রের ম্লান আলোক ঘরের ভিতর গিয়া পড়িল তখন আর স্থির থাকিতে

পারিল না। কেরোসিনের ল্যাম্পটী হাতে করিয়া কম্পিত-পদে বাটীর বাহির হইল। গোটাদুই পেচক ডানা ঝট্‌পট্ করিতে করিতে তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। একটা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল যেন কাল পেচক তাহার স্বামীরই বিপদ-বার্ত্তা জানাইয়া উড়িয়া গেল। হয়ত এতক্ষণ তাহার ইহ-পরকালের জাগ্রত দেবতা জমিদারের দুর্দ্দান্ত পাইকগণের নির্ম্মম বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে—কিন্তু নিষ্ঠুর প্রভুর নিষ্ঠুর ভৃত্যগণ তাহার সে করুণ আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিতেছে না—আরও নির্দ্দয়ভাবে তাহার সোণার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছে। সৌরভীর ক্ষুদ্র হৃদয় মথিত করিয়া একটী প্রচণ্ড জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। কেন সে সংসারে আসিল? কেন তাহার স্বামী তাহার মত হতভাগিনীকে পদতলে আশ্রয় দিয়া স্বেচ্ছায় নিজের বুকে বজ্রাঘাত ধরিল! কেন সে তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনে তাহাকে সঙ্গিনী করিয়া অশান্তির আগুন জ্বালিল! ভাবিতে ভাবিতে সে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া প্রতিবেশী চারু মণ্ডলের বাড়ীর দরজায় গিয়া আঘাত করিল। চারুর স্ত্রী মহামায়া তখনও জাগ্রত ছিল। দ্বারে করাঘাত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিল। ল্যাম্পের অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিল, যেন একখানি প্রাণহীন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত লক্ষ্মীপ্রতিমা কে তাহাদের দরজার নিকট স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই বিষাদপ্রতিমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সৌরভী হস্তস্থিত ল্যাম্পটী মাটীতে রাখিয়া মহামায়ার পা'দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অশিক্ষিতা পল্লীরমণী মহামায়া এতক্ষণ একটা অপূর্ব্ব মোহের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল—সৌরভীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইল। ব্যস্তভাবে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল—"কাঁদছ কেন মা? কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।"

মহামায়ার স্নেহস্পর্শে সৌরভীর চোখের জল আরও দ্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"ও সেই সন্ধ্যে বেলায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এখনও ফেরে নি। বোধ হয়, জমিদারের লোকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমার কি হবে খুড়ীমা?" বলিতে বলিতে সৌরভী পুনরায় মহামায়ার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়া পুণরায় তাহাকে তুলিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ভয় কি মা! আমি এখনই দেবদাসকে পাঠিয়ে দিয়ে খোঁজ নিচ্চি—তুমি বাড়ী যাও।"

দেবদাস মহামায়ার পুত্র। সে তখনই তাহাকে জাগাইয়া হরিদাসের সন্ধানে পাঠাইয়া দিল ও সৌরভীকে অভয় দিয়া তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। সে রাত্রে কিন্তু সৌরভী স্বামীর কোন সংবাদ পাইল না। বাণবিদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণায়

সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়া দিল। তারপর প্রভাতের অস্পষ্ট আলোক পৃথিবীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেই পুনরায় উন্মাদিনীর ন্যায় অশান্তহৃদয়ে মহামায়াদের বাড়ীর দিকে ছুটিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। মধ্যপথে দেবদাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার ফলে যে সংবাদ সে শুনিতে পাইল, তাহা কঠোর বজ্রের ন্যায় তাহার মাথার উপর সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাস্তার উপরই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

সৌরভীর যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, যে সে তাহাদেরই বাড়ীতে তাহার সেই জীর্ণ শয্যাটীতে শুইয়া আছে। পার্শ্বে মহা-মায়া ও তাহার পুত্র দেবদাস তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিল—"খুড়ীমা ?" তাহার সেই আকর্ণবিস্তৃত সুন্দর চক্ষু দুইটী জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

মহামায়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"কি মা ?"

"কি হবে খুড়ীমা ?" গভীর বেদনায় সৌরভীর কণ্ঠস্বর বসিয়া গেল।

"ভয় কি মা—ভগবান আছেন! তাঁকে একমনে ডাক—তিনিই তোমার স্বামীকে এ বিপদসাগর থেকে উদ্ধার করবেন।"

ভগবান! ভগবান বলিয়া কি সত্য সত্যই কেহ আছেন? না মানুষে তাহাদের অশান্ত হৃদয়কে ক্ষণেকের জন্য শান্ত করিবার

উদ্দেশ্যে কাল্পনিক নামের সৃষ্টি করিয়াছে? না—না—ভগবান বলিয়া কেহ নাই। থাকিলে তাহার ন্যায় একজন অসহায়া দুর্ব্বলা রমণীর এমন করিয়া সর্ব্বনাশ হইতে দিতেন না। আর যদিও বা কোনখানে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে, তবে তিনি কখনই অনাথের নাথ দীনবন্ধু নহেন—জমিদারদিগের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ধনশালী-দিগেরই বন্ধু। তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া মহামায়া বলিল—"কিছু ভেবো না মা। দু একদিনের মধ্যেই হরিদাস মুক্তি পেয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে।"

ওঃ—সে শুভ মুহূর্ত্ত কি আস্‌বে! অমা-নিশার ঘোর অন্ধকার কাটিয়া কি আবার পূর্ণিমার ঢলঢল জ্যোৎস্না-রাশির উদয় হইবে! সৌরভী একটী বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।



একাদশ পরিচ্ছেদ

"হ্যাঁগা, বলি কথাটা কি সত্যি ?"

"কোন্ কথাটা ?"

"তুমি বলে বিনাদোষে হরি বিশ্বেসকে থানায় চালান দিয়েছ।"

"কে বল্লে ?"

"লোকে ত তাই বল্‌ছে।"

"কোন লোকে বল্‌ছে ?"

"কোন্ লোক আবার ! গাঁয়ের সব্বাইত বল্‌ছে।"

"তুমি পথে ঘাটে বেরিয়ে তাদের কথা শুন্‌তে গিয়েছিলে নাকি ?"

কিরণময়ী মৃদু হাসিল—বলিল—"ঘাটে পথে না বেরুলে বুঝি কোন কথা জানা যায় না—না ?"

"তা কি করে জান্‌বে শুনি ? তোমার কোন গুপ্ত চরটর আছে নাকি ?"

সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই কিরণময়ী উত্তর করিল—"তা আছে বৈকি।"

বিজয়ভূষণ স্ত্রীর উত্তর শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—

বলিল—"বেশ বেশ—সে বিদ্যেও আছে। তারপর তারা আমার সম্বন্ধে কি বল্লে ?"

কিরণময়ী কিছু গম্ভীর হইয়া উঠিল—বলিল—"যা সত্যি কথা তাই বল্লে। তুমিই ষড়্‌যন্ত্র ক'রে হরি বিশ্বেসকে বিনাদোষে থানায় চালান দিয়েছ।"

স্ত্রীর দেখাদেখি বিজয়ভূষণও গম্ভীর হইল—বলিল—"কিরণ, তুমি নেহাৎ ছেলে মানুষ—তাই লোকের কথায় বিশ্বাস কর।"

কিরণময়ী স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিল না—বলিল—"আচ্ছা এর মধ্যে যদি কিছু সত্যিই না থাকবে, তা হলে কথাটা লোকে রটায় কেন ?"

সেইরূপ গম্ভীরভাবেই বিজয়ভূষণ বলিল—"লোকের আবার কি! তবে গুজবটা যে সবই মিথ্যে তাও আমি বল্‌তে চাই নে।"

কিরণময়ী অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল—কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কোন্ কথাটা সত্যি আর কোন্ কথাটা মিথ্যে ?"

"সত্যি—হরিদাসকে থানায় চালান দেওয়া, আর মিথ্যে—বিনাদোষে আমি তাকে এতবড় শাস্তি দিয়েছি।"

কথাটা কিরণময়ীর ঠিক বিশ্বাস হইল না। সে এই কয় বৎসর স্বামিগৃহে আসিয়া তাহার প্রকৃতিটা ভাল করিয়াই জানিয়া লইয়াছে। নিজের কোন একটা গুপ্ত স্বার্থসাধনের জন্য যে সে এরূপ একটা নৃশংস কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহাতে আর কোনই

আশ্চর্য্য নাই। স্বামীর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় কিরণময়ীর বুকটা বার দুই ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল। তারপর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"সে বেচারা ত নেহাৎ গরীব ছাপোষা মানুষ শুনলাম। সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছিল যাতে তুমি তাকে এমন বিপদে ফেল্লে?"

বিজয়ভূষণ কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তুমি কি আমাকে এম্‌নি পাষণ্ড মনে কর যে একটা লোককে বিনা দোষে থানায় চালান দিতে পারি!"

কিরণময়ীর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল, ব্যথা-কাতর দৃষ্টিতে স্বাঁমীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি রাগ ক'রো না। তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্লে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তাই বড় যাতনাতেই তোমাকে আজ একথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

সেইরূপ উত্তেজিত কণ্ঠেই বিজয়ভূষণ বলিল—"যদি তাই হয় তবে সত্যি কথা শোন। হরি বিশ্বেস আমাদের পুরোনো ঝি সারদার কাছে কুমৎলব নিয়ে এসেছিল—কিন্তু সারদা তার পাপ প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়নি ব'লে সে তাকে খুন করতে উদ্যত হ'য়েছিল। আমি আর দুর্গাদা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সারদার চীৎকার শুনে তার বাড়ীতে ঢুকেই দেখি, হরিদাস তার উপর লাঠী চালাচ্চে। তাই দেখে আমি রমজানকে তাকে বাঁধতে হুকুম দিয়ে থানায় সংবাদ দিই। তারপর দারোগাবাবু এসে সারদার মুখে

সব কথা শুনে তাকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। আমার এতে বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই।"

সরলা বালিকা কিরণময়ী ভাবিল—হইতেও পারে। গ্রামের লোকে হয়ত তাহার উপর অসন্তুষ্ট বলিয়াই এইরূপ একটা কলঙ্ক তাহার নামে রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। একটা অপূর্ব্ব পুলক-প্রবাহে কিরণময়ীর দুই চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে তোমার কোন দোষ নাই ?"

বিজয়ভূষণ অম্লান বদনে উত্তর করিল—"না"

কিরণময়ীর বুক হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল। কথাটী শুনিয়া অবধি তাহার বুকের উপর যেন একটা জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল। সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও সৌরভীর অশেষ গুণাবলী সৌরভের ন্যায়ই তাহার দেহমনের ভিতরে একটা ভক্তিপূর্ণ পুলকের সঞ্চার করিয়াছিল। অনেক সময়ে সেই আদর্শ পল্লীসতীর পায়ের গোড়ায় নিজের দেহটা লুটাইয়া দিয়া প্রাণটা সার্থক করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিত। কিন্তু সে দুরাকাঙ্ক্ষাটাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ত কোন উপায় ছিল না। সে যে প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের পুত্রবধূ! তাহার কি একজন দরিদ্র নিঃস্ব যুবতীর নিকট হীনতা স্বীকার করা সাজে! হায়রে ধনগর্ব্ব! কিরণময়ী প্রকাশ্যে না পারিলেও মনে মনে সৌরভীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিত ও

তাহাতেই যেন একটা অনাবিল তৃপ্তি অনুভব করিত। তাই যখন সে শুনিল যে সেই সতীলক্ষ্মীরই স্বামী হরিবিশ্বাস তাহার স্বামী কর্ত্তৃক মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় থানায় প্রেরিত হইয়াছে, তখন তাহার প্রাণে যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল না। তারপর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন কথাটা পুনরায় ভাবিতে বসিল তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে সতীলক্ষ্মীর একবিন্দু চোখের জলে যে কি ভীষণ জলপ্লাবনের সৃষ্টি করিতে পারে ও সেই প্লাবনের মধ্যে পড়িয়া তাহার স্বামী—তাহার সংসার—তাহার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা—সমস্তই যে এক নিমেষে কোন্ অতল গহ্বরে চির-নিমজ্জিত হইতে পারে, তাহা ভাবিতেই সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকিতে সে কখনই এত বড় সর্ব্বনাশ হইতে দিবে না—সতীলক্ষ্মীর বিশ্বপ্রলয়কারী অভিশাপাগ্নিতে স্বামীকে সবংশে দগ্ধ হইতে দিবে না। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়াই সে আজ অনেক দিন পরে স্ত্রীর দাবী লইয়া স্বামীর কাছে গিয়াছিল।

কিরণময়ী বস্ত্রপ্রান্তে চোখের জল মুছিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—"এখন তোমার খাবার আন্‌ব কি ?"

কি জানি বিজয়ভূষণ আজ সমস্ত দিন ধরিয়া মদের বোতল স্পর্শ করে নাই। তাই মনটাও আজ তাহার অনেকটা ভাল ছিল ও সেই জন্যই এতক্ষণ সে স্ত্রীর সহিত বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা

কহিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নেশাখোরের নিকট আর নেশার কথা কতক্ষণ চাপা থাকিবে? জলখাবারের কথা শুনিয়াই তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া এক ফোঁটাও লালজল উদরে প্রবেশ করে নাই। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই নেশা প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। সে কিরণময়ীর নিকট সরিয়া গিয়া তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া ডাকিল—"কিরু?"

কিরণময়ী স্বামীর এই অত্যধিক আদরের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল—হাসিয়া উত্তর করিল,—"কি?"

"একগ্লাস খাওয়াতে পার? শরীরটে বড় আন্‌চান কচ্ছে।"

অন্য দিন হইলে হয়ত কিরণময়ী স্বামীর ইঙ্গিতমাত্রেই মদের গ্লাস বোতল আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিত—কিন্তু আজ তাহার স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার পূর্ব্বসাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝি এতদিনকার গুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটাও স্ত্রীত্বের দাবী লইয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। কিরণময়ী দুইহাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া আজ অনেকদিন পরে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার লইয়া বলিল—"আজ আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে।"

নেশার তৃষ্ণায় তখন বিজয়ভূষণের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। সুতরাং কথা কাটাকাটি করিয়া অযথা বিলম্ব করিতে তাহার বড়ই বিরক্তি ধরিতেছিল—রুক্ষস্বরে বলিল—"কথা ত তোমার মদ ছাড়তে হবে—এই না? তা দেখা যাবে ক্ষণ্।"

কিরণময়ী পাদুখানি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—"না দেখা যাবে নয়—তোমাকে ছাড়তেই হবে। লোকে তোমাকে মাতাল বলে, বেশ্যাসক্ত বলে, তা শুনে আমার প্রাণে যে কি গভীর আঘাত লাগে—"

বিজয়ভূষণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল—বাধা দিয়া বলিল—"এখন তোমার থিয়েটারী ধরণের লেক্‌চার থামিয়ে আগে একগ্লাস লাল-পানি দাও। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই—তারপর বসে বসে সারাদিনরাত্রি তোমার লেক্‌চার শুন্‌ব এখন।"

কিরণময়ী বুঝিল ইহার উপর বিলম্ব করিলে সে পুনরায় পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিবে ও আজ অনেক দিন পরে তাহার ভাগ্যে যে সুযোগটুকু ঘটিয়া উঠিয়াছে তাহাও অবিলম্বে কাটিয়া যাইবে। তাই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বুকখানা ফাঁপাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আলমারী খুলিয়া মদের গ্লাস ও বোতল বাহির করিয়া দিল। গ্লাসে ঢালিয়া সোডাজল মিশাইবার বিলম্বটুকুও বিজয়ভূষণ সহ্য করিতে পারিল না। কিরণময়ীর হাত হইতে বোতলটা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে কর্ক খুলিয়া খাঁটী মদই এক নিঃশ্বাসে কতকটা খাইয়া ফেলিল ও বোতলটা কিরণময়ীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে মুখ মুছিয়া ফেলিয়া একটী প্রকাণ্ড উদ্গার তুলিল। তারপর নিকটস্থ বাটা হইতে গোটা দুই তিন পান মুখে পূরিয়া কিরণময়ীর দিকে চাহিয়া বলিল—"আঃ—এতক্ষণে প্রাণটা জুড়ুল।

হ্যাঁ—কি লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করেছিলে না—তা এইবার দাও।

কিরণময়ী মদের গ্লাস বোতল আলমারীর মধ্যে বন্ধ করিয়া স্বামীর নিকট গিয়া বসিল। তারপর তাহার হাতটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল—"আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে আর বাইরে মদ খাবে না।" বিজয়ভূষণের তখন সবেমাত্র নেশা ধরিয়া আসিতেছিল—হো হো করিয়া হাসিয়া উত্তর করিল—"মদ না খেলে যে আমি বাঁচ্‌ব না কিরণ।"

কিরণময়ী তাহার হাতখানা একটু জোরে নাড়া দিয়া বলিল—"আমি ত হঠাৎ একেবারে ছেড়ে দিতে বল্‌ছিনে—তবে বাইরে আর খেতে পাবে না। যখন খাবার ইচ্ছে হবে তখন আমাকে বল্‌বে—আমি নিজে হাতে আলমারী থেকে বের করে দেব।"

হাত দুইটা টানিয়া লইয়া কিরণময়ীর মুখের কাছে তুলিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিজয়ভূষণ বলিল—"বাঃ বাঃ বেশ বেশ তোফা তোফা—বলে যাও বলে যাও—থামলে কেন? এন্‌কোর এন্‌কোর—ডবল এন্‌কোর—তে ডবল এন্‌কোর।"

কিরণময়ী তাহার হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল—বলিল—"এই জন্যেই ত তোমাকে কোন কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। যা বলব, সবই মাতলামি করে কাণে তুলবে না।"

বিজয়ভূষণ মাতলামী করে! আর যায় কোথায়! সহসা সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া টলিয়া টলিয়া

উচ্চকণ্ঠে বলিল—"আমি মাতাল ? আমি মাতলামী করি ? কোন্ দিন তুমি আমার মাতলামী নিজের চোখে দেখেচ চাঁদ ? মাতাল আমি না তুমি ? তুমি মাতাল—তোমার বাপ মাতাল—তোমার চৌদ্দপুরুষ মাতাল !"

কিরণময়ী বুঝিল, মদের ক্রিয়া রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। এখন তাহাকে কোন ভাল কথা বলিয়া বুঝাইতে যাওয়াও যা আর জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালিয়া দেওয়াও তাই। সুতরাং সে নীরবে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইবার চেষ্টা করিল। বিজয়ভূষণ ঢলিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িয়া দুইহাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া নাকিসুরে গাহিল—"বঁধু—এমন বাদরে তু—মি—কো—থা ? প—ড়ে—ছে ম—নে ম—মে—ক—ত—ক—তা—অ—থা—আ—অ।"

এই সময় বাহিরে রামসিংহ ডাকিল—ছোট্টাবাবু !"

বিজয়ভূষণ জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল—"কেয়া ?"

"সারদাবিবি আপ্‌কো—"

সারদার নাম শুনিয়া নিমেষের মধ্যে বিজয়ভূষণের নেশা ছুটিয়া গেল। রামসিংকে তাড়া দিয়া বলিল—"চল্ চল্ জল্‌দি চল্।"

রামসিং চলিয়া গেল।

বিজয়ভূষণ তড়াক্ করিয়া একলাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিরণময়ী পুনরায় তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—"লক্ষ্মীটী আমার—বড্ড নেশা হয়েছে—এখন বাইরে যেও না।

খাটের উপর উঠে শোও আমি মাথায় ল্যাভেণ্ডার দিয়ে একটু পাখার বাতাস করি।”

“যাও—বেশী ভ্যানর ভ্যানর ক’রো না বলছি—হ্যাঁ” বলিয়া বিজয়ভূষণ স্ত্রীকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় দূরে ঠেলিয়া দিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

কিরণময়ী একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া স্তব্ধভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। হায়! সে পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহার জন্য বিধাতা তাহার এ তুষের আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছেন! সে যে আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছে না! প্রাণ যে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে! বুক যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে! তাহার দুই চক্ষু বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা ছুটিল। সে আর একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবশদেহে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সারদা বাগানবাড়ীর একটী ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল।

বিজয়ভূষণ টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়ভূষণ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার কাছে বসিয়া জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কি খবর সারদা ?"

সেইরূপ মৃদু হাসিয়াই সারদা উত্তর করিল—"আজ্ঞে আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে খবর একরকম সব ভাল।"

"বেশ বেশ" বলিয়া বিজয়ভূষণ দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাক ডাকাইবার উপক্রম করিল। বেগতিক দেখিয়া সারদা আর বেশী ভূমিকা না করিয়া কাজের কথা পাড়িল—বলিল—"তা আপনি দুর্গাবাবুকে দিয়ে আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কি জন্যে ?"

বিজয়ভূষণ জোর করিয়া চক্ষু মেলিয়া হাসিয়া বলিল—"তাও আবার তোকে নূতন করে বলে দিতে হবে সারদা ! দুর্গাদা তোকে কিছু বলেনি ?"

সারদা একটুখানি তাহার বুদ্ধি খরচ করিয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে ব'লেছেন বটে—তবে আপনার মুখে কথাটা একবার ভাল ক'রে জান্‌তে এলাম।"

বিজয়ভূষণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ব্যস্‌ ব্যস্‌—সে যা ব'লে দিয়েছে সেই রকম ব্যবস্থাই হবে। আমার কাছে আর বেশী কিছু জান্‌তে হবে না।"

কিছুক্ষণ সারদা চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া লইল। তারপর কণ্ঠস্বরটা যতদূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া ডাকিল—"বাবু!"

বিজয়ভূষণ পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল—তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল—"কি বল্‌ছিস্‌?"

"তাকে যদি আজ রাত্রেই আপনার কাছে হাজির ক'রে দিতে পারি, তা হ'লে আমাকে কি দেবেন?"

নিমেষের মধ্যে বিজয়ভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"পারিস্‌ সারদা? তা হ'লে তুই যা চাইবি তাই দেব।"

সারদা বুঝিল, তাহার পক্ষে দাঁও মারিবার আজ বড় রকমের একটা সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করা হইবে না। সে মনে মনে টাকার একটা বড় রকম অঙ্কপাত করিয়া মুখে মৃদু হাসি ফুটাইয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ পারি বৈকি—নইলে কি আপনাকে সুদু সুদু কথাটা বল্লাম!"

"আচ্ছা আচ্ছা তুই কি চাস্ বল্ দেখি ?"

"আজ্ঞে আমরা গরীব মানুষ আর কি চাইব—কিছু টাকা চাই।"

"কত টাকা ?"

"আজ্ঞে কুড়ি পাঁচেক।"

"কুছ পরোয়া নাই—তাই তুই পাবি। আজই ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে আয়।"

"আচ্ছা" বলিয়া সারদা আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল—"কিন্তু এক কাজ করতে হবে।"

দুই চক্ষু অসম্ভবরূপ বিস্তৃত করিয়া বিজয়ভূষণ বলিল—"কি কাজ ?"

"সে এলে আপনাকে মুখে বল্‌তে হবে—সে যদি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে আপনি হরিদাসকে ছেড়ে দিবেন। আমিও ঐ কথা ব'লে তাকে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌ব। অন্য কোন কথার ছলনায় তাকে ভুলিয়ে আনা বড় শক্ত কাজ। কেবল হরিদাসের মুক্তির আশা পেলেই নিশ্চয় সে পাগলের মত আপনার কাছে ছুটে আস্‌বে।"

বিজয়ভূষণ সারদার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত সুন্দর কৌশলের কথা শুনিয়া হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করিয়া মদের নেশার উপর খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। তারপর কিছু শান্ত হইয়া বলিল—"মাইরি সারদা—তোর খেলোয়াড়ী বুদ্ধিকে বলিহারী দিই। তুই যদি বেটা ছেলে হ'য়ে কিছু লেখাপড়া শিখতিস্, তা হ'লে এতদিন

একজন লাটবেলাট হ'য়ে পড়তিস্। এমন চার-চৌরসী বুদ্ধি না থাকলে কি সাধে আমি তোকে পেয়ার করিরে সারদা মাই ডিয়ার! তা বেশ বেশ সেই কথাই ভাল। তুই ওই লোভ দেখিয়েই ছুঁড়ি-টাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস্‌বি। তারপর আমি তাকে ইয়া ইয়া মধুঢালা লম্বা কথা ব'লে ওর নাম কি ভুলিয়ে দিয়ে বুঝলি কিনা—বলিয়া বিজয়ভূষণ সারদার দিকে চাহিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিল।

সারদা মুখে প্রায় হাত তিনেক কাপড় গুঁজিয়া বুক্ বুক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"আজ্ঞে এত ঢংও জানেন আপনি। তা বেশ বেশ—আমি আপনার কাছে হাজির ক'রে দিয়েই খালাস। তারপর আপনি যেমন ক'রে পারেন ভুলাতে চেষ্টা কর্‌বেন! তবে আমার প্রতি যেন কৃপা দৃষ্টি থাকে। টাকাটা যেন দু' এক দিনের মধ্যেই পাই।"

"তার জন্যে তোর কোন চিন্তা নাই। কাজটাতে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পাল্লে তোকে দুদিনে বড়লোক ক'রে দেব রে।"

সারদা মৃদু হাসিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল—"আজ্ঞে সে আপনাদের কৃপা। আমরা গরীব গুরব মানুষ—আপনারা কৃপা না কল্লে আর কে কর্‌বে বলুন। তা যাক্—আজকের মত তা হ'লে উঠি বাবু।" বলিয়া সারদা তাহার পরনের কাপড়টা একবার হাত দিয়া ঝাড়িয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়ভূষণ গম্ভীরভাবে পকেট হইতে একখানি দশ টাকার

নোট বাহির করিয়া সারদার দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল—“আচ্ছা আচ্ছা—সে সবের জন্যে তোর কোন চিন্তা নাই। কাজটা শেষ হ'লে তোর ষোল আনা ভারটাই আমি নিয়ে নেব। উপস্থিত এই টাকাটা নিয়ে জলটল খেগে যা।”

সারদা হাত বাড়াইয়া নোটখানি লইয়া কাপড়ের খোঁটে ভাল করিয়া গেরো দিয়া বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইল। তারপর আর একবার বিজয়ভূষণের মুখের দিকে চাহিয়া মোহন হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে বাগানবাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

বিজয়ভূষণ ইজিচেয়ারের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া মনের আনন্দে জড়িতকণ্ঠে গাহিতে লাগিল :—

“যদি পরাণে না জাগে পরাণীর মার কথা
তামাক খেতে বঁধু এস্ না।
তামাক খেয়ে যদি কাসি পায় সখা
অত জোরে টান দিও না॥
বঁধুহে অত জোরে টান দিও না।
থক্ থক্ করে কাস্তে কাস্তে হাঁপের ব্যারাম ক'রো না
রক্ত উঠে মরে যাবে—দুনিয়ার মজা ত লুটতে পাবে না
পাবে না—পা—বে—না—না—আ—আ—আ।”

এলোমেলো গানের ভাবে বিজয়ভূষণের মাথাটা অনবরত চরকার পাকের মত বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। সূচিভেদ্য অন্ধকাররাশি বিকটাকার দৈত্যের ন্যায় সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পল্লী-প্রকৃতি যেন একটা বিরাট নিস্তব্ধতার বোঝা বুকে করিয়া নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে শৃগালগণের "ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া" রব তখনও মৃদু বায়ু হিল্লোলের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীর সে নীরবতার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। সৌরভী একাকিনী তাহার ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে বসিয়া অশান্ত হৃদয়ে তাহার স্বামীর কথা চিন্তা করিতেছে। এই কয়দিনের অনাহার অনিদ্রায় ও দুর্ভাবনায় তাহার দেহের আর ঢলঢলায়মান লাবণ্য নাই—কে যেন তাহাতে একটা কালীর প্রলেপ দিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু দুইটী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুলি অযত্নে অভিমানভরে লুটাইয়া লুটাইয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে আর কেহ সহসা দেখিলে সেই বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সৌরভী বলিয়া চিনিতে পারিবে না।

সৌরভী স্বামীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া অবশদেহে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। সহসা বহির্দ্বারে কাহার মৃদু করাঘাত শুনিয়া চমকিত

হইয়া উঠিয়া বসিল। তবে কি তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিল? এতদিন পরে কি সেই নিষ্ঠুর ভগবান তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন? সৌরভী এক বুক আশা লইয়া তাড়াতড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু ল্যাম্পের আলোকে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আশা ভরসা সমস্তই নিমেষের মধ্যে উড়িয়া গেল। আর তাহার পরিবর্ত্তে বুকের ভিতর আর একটা নূতন আতঙ্কের স্থষ্টি হইল। যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, সে সারদা। সৌরভী তাহাকে দেখিয়াই সভয়ে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। তারপর আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—"আবার কি সর্ব্বনাশ করতে এসেছ সারদা? সর্ব্বনাশের চূড়োন্ত করেও কি এখন তোমাদের খেদ মেটেনি? আমরা তোমার কাছে এমন কি অপরাধ করেছি সারদা, যে আমাদের এমন তিল তিল ক'রে পুড়িয়ে মারছ?" বলিতে বলিতে সৌরভী বালিকার ন্যায় অঝোর নয়নে কাঁদিয়া ফেলিল।

সেই ব্যথিত প্রাণের ব্যাকুল ক্রন্দনে সারদার বজ্রকঠোর হৃদয়ও বিচলিত হইয়া পড়িল—কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই আবার তাহার হৃদয়ে চিরপরিচিত পিশাচ আসিয়া তাহার একাধিপত্য বিস্তার করিল। সে কণ্ঠস্বরটা কিছু কোমল করিয়া বলিল—"তোমার স্বামীকে আমাদের ছোট বাবু ছেড়ে দিবেন।" কি! সেই শিশাচের কবল হইতে তাহার স্বামী মুক্তি পাইবে? সৌরভী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া সারদার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিতে

গেল—বলিল—"বল—বল সারদা, সত্যিই কি আমার স্বামী তোমাদের সেই পিশাচ ছোটবাবুর হাত থেকে মুক্তি পাবে ?"

সারদা তাহাকে অভয় দিয়া বলিল—"হ্যাঁ—সত্যি সত্যিই তোমার স্বামী মুক্তি পাবে। সেই জন্যেই আজ এই রাত্রে আমি বাবুর কাছ থেকে সেই সংবাদ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আস্‌চি। কিন্তু তোমাকে—" সারদা আর বলিতে পারিল না। এক দৃষ্টে সৌরভীর সেই পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সৌরভী অধীরভাবে বলিল—"কিন্তু আমাকে কি করতে হবে সারদা ? তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বলে দাও কি কল্লে আমার স্বামী মুক্তি পাবে।"

সারদা মুখ ফিরাইয়া গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া থামিয়া থামিয়া বলিল—"তোমাকে এই রাত্রে গিয়ে বাবুর কাছে তার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে।"

এই ত ? ক্ষমা প্রার্থনা ত অতি তুচ্ছ কথা ! তাহার হৃদয়-দেবতার মুক্তির জন্য সে হাসিতে হাসিতে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু হায় ! একান্ত পতিগতপ্রাণা সাধ্বী বুঝিতে পারিল না যে কি ঘৃণিত উদ্দেশ্যে পিশাচী সারদা তাহাকে এই কথাগুলি বলিল। সৌরভী আশান্বিতকণ্ঠে বলিল—"চল —চল সারদা, এখনই তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা করে আমার স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসিগে।"

সারদাও তাহাই চায়। সে হাসিয়া বলিল—"চল মা—এখনই তোমার স্বামীকে নিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসবে।"

এই বলিয়া সেই পিশাচী সতীর হাত ধরিয়া পৈশাচিক উল্লাসে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বিহ্বলা সৌরভী একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে কি ভীষণ হিংস্রজন্তুর গহ্বরে সে প্রবেশ করিতে চলিল।

জমিদারপুত্র বিজয়ভূষণ বাগানবাড়ীর একটী সুসজ্জিত গৃহে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে একখানি সুন্দর মারবেলের টেবিলের উপর একটী শ্যাম্পেনপূর্ণ বোতল ও একটী কাঁচের গ্লাস রহিয়াছে। বিজয়ভূষণ মধ্যে মধ্যে সেই কাঁচের গ্লাসে বোতল হইতে উগ্র সুরা ঢালিয়া লইতেছে ও তাহাতে সোডাজল মিশাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত পান করিতেছে। এমন সময় সারদা সৌরভীকে লইয়া তাহার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। বিজয়ভূষণ তাহার সুরাজড়িত কণ্ঠস্বরটা বারকতক কাশিয়া লইয়া একটু পরিষ্কার করিয়া বলিল—"কে সারদা নাকিরে? কাজ সাবাড় করতে পেরেছিস?" মত্ততায় বিজয়ভূষণের চক্ষু দুইটী মুদ্রিত হইয়া আসিল।

সারদা একগাল হাসিয়া বলিল—"ওমা—আপনি বল্‌ছেন কি! একবার চোখ মেলে চেয়েই দেখুন, আমি কাজ সাবাড় করতে পেরেছি কিনা।"

কথাটা শুনিয়া বিজয়ভূষণের মত্ততা কাটিয়া গেল—রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী অসম্ভবরূপে বিস্তৃত করিয়া ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠিতা সৌরভীর দিকে চাহিল। সহসা তাহার শিরায় উপশিরায় একটা

অপূর্ব্ব পুলকশিহরণ অনুভব করিল। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া আনন্দে হাততালি দিতে দিতে সারদার দিকে চাহিয়া বলিল—"ব্র্যাভো ; ব্র্যাভো সারদা—থ্রি চিয়ার্স ফর দাই ব্রেভারী এণ্ড সাড্‌ন এন্‌টারপ্রাইজ।"

সারদা তাহাকে জোর করিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিয়া মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিল—"অমন করে মাতলামী করবেন না বাবু—তা হলে সব কাজ মাটী হয়ে যাবে। এখন আপনার যা বলবার থাকে তা মাথা ঠাণ্ডা করে সৌরভীকে বুঝিয়ে বলুন।"

এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিয়া সৌরভীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তখন বুঝিতে পারিল যে সে পিশাচী সারদার কি ভীষণ চক্রান্তজালে পড়িয়া এই নরকে পা দিয়াছে। কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া আর ত পলাইয়া যাওয়া চলে না! তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব যে এই পিশাচের হাতেই বন্দী! সে তখন নিজের আসন্ন বিপদের কথা ভুলিয়া গেল। পিশাচের সঙ্গে পৈশাচিক যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য হৃদয়কে নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিল।

সারদা বিজয়ভূষণের কাণে কাণে কি কতকগুলি কথা বলিয়া ত্বরিত পদে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সৌরভী একাকিনী সেই কামোন্মত্ত নরপিশাচ বিজয়ভূষণের সম্মুখে অপূর্ব্ব তেজে দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয়ভূষণ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার অবগুণ্ঠনাবৃত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সুরাজড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"সৌরভী ?"

সৌরভী তখন আর হরিদাসের লজ্জাশীলা স্ত্রী নহে—অপূর্ব্ব তেজোময়ী মহিষমর্দ্দিনী আদ্যা শক্তি। সে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন খুলিয়া বিজয়ভূষণের মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিল। বিজয়-ভূষণের মনে হইল যেন কতকগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই চক্ষু দুইটী হইতে বাহির হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়াছে। সে আর তাহার সেই অগ্নিময় দৃষ্টির সম্মুখে আপনার পাপ-কলুষিত দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিল না—তাহা আপনা হইতেই কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তিপ্রভাবে মাটীর দিকে নত হইয়া পড়িল।

সৌরভী নির্ভীককণ্ঠে ডাকিল—"বাবু?"

বিজয়ভূষণ নত মুখেই উত্তর করিল—"কি বলছ?"

"আমার স্বামী কোথায়?"

"থানার হাজতে।"

"তাকে ছেড়ে দেন।"

কথা কয়টী যেন ঠিক কঠোর আদেশের ন্যায়ই বিজয়ভূষণের কর্ণে ধ্বনিত হইল।

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"হ্যাঁ তাকে ছেড়ে দেব—কিন্তু—" তাহার কণ্ঠস্বর আটকাইয়া গেল।

সৌরভী তেমনি নির্ভীককণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু কি বাবু?"

"তোমাকে আমি একবার হৃদয়ে ধারণ করতে চাই।" বলিয়াই

বিজয়ভূষণ তাড়াতাড়ি বোতল হইতে উগ্রসুরা ঢালিয়া ক্রমাগত পান করিয়া যাইতে লাগিল।

সৌরিভী সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেল। হা ভগবান! তাহাকে স্বকর্ণে ইহাও শুনিতে হইল! এ পাপ প্রস্তাব শুনিবার পূর্ব্বে তাহার কর্ণ বধির হইল না কেন! একটা আকস্মিক বজ্রাপাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া ঝলসাইয়া দিল না কেন! তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যাতনার সৃষ্টি হইল। সে একবার মনে করিল—এখনই ছুটিয়া এই পাপ গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়—কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, তাহার প্রাণের দেবতা এই পিশাচের কবলেই আবদ্ধ আছে—কৌশলে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সৌরভী বস্ত্রপ্রান্তে চোখের জল মুছিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অবিকম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—"বাবু?"

বিজয়ভূষণ মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না—মদের বোতল নাড়াচাড়া করিতে করিতে উত্তর করিল—"কি বল?"

"আপনি জমিদার, প্রজাদের পিতৃস্থানীয়।"

বিজয়ভূষণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ ওসব ত মামুলী কথা। ও সব কথা শুনতে শুনতে আমার কাণ ঝালা-পালা হয়ে গিয়েছে। ওসব কথা আর আমি শুনতে চাইনে। এখন আমি যা বল্লাম তাতে সম্মত আছ কিনা জানতে চাই।"

"বাবু, আপনি আমার পিতা—আমি আপনার কন্যা—পিতার মুখে কি এ কথা শোভা পায় বাবু?"

বিজয়ভূষণ এবার কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিল—বলিল—"কেন বারে বারে ওসব পুরোন কথা বলে আমার পিত্তি চটিয়ে দিচ্ছ! আমি ওসব কোন কথা শুনতে চাইনে। যদি তোমার স্বামীকে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাও, তবে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও—নইলে—"

সৌরভী আর ধৈর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারিল না—ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষু দুইটী হিংস্রজন্তুর ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—উচ্চকণ্ঠে বলিল—"নইলে আপনি কি করবেন?"

বিজয়ভূষণ মুখ তুলিয়া চাহিল। সৌরভীর সেই ক্রোধ-কম্পিত স্বেদাপ্লুত আরক্তিম মুখখানিতে যেন বিশ্বের সৌন্দর্য্য সমবেত হইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-নিহিত পাপবহ্নিও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে চেয়ার হইতে উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"নইলে কি করব শুনবে? নইলে জোর ক'রে তোমার সতীত্ব নাশ করব।"

তাহার সে কামোন্মত্ত ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সৌরভীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু সে ছুটিয়া পলাইল না। মনে মনে সেই অনাথের নাথ ভগবানকে ডাকিয়া বলিল—"ভগবান, আজ আমার হৃদয়ে অসীম বল দাও—যেন এই পিশাচের সঙ্গে পৈশাচিক যুদ্ধে জয়লাভ

করতে পারি।" তারপর বিজয়ভূষণের দিকে ফিরিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"বাবু, আপনি পাগল হয়েচেন, তাই একথা বলতে সাহস কচ্চেন; জানেন না কি যে সতীর সহায় সেই অনাথের নাথ ভগবান ?"

মুখখানি অসম্ভবরূপ বিস্তৃত করিয়া বিজয়ভূষণ বলিল—"রেখে দাও তোমার ভগবান ফগবান। আমি অমন কত গণ্ডা গণ্ডা ভগবান দেখেচি—কিন্তু এই বিজয়ভূষণের ইচ্ছেতে বাধা দিতে কোন ব্যাটারও ক্ষমতা হয়নি—হ্যাঁ।"

"বাবু সাবধান! একে ত পাপে আপনার আপাদমস্তক ডুবে আছে, তার উপর আবার ভগবানের নামে গাল মন্দ ক'রে তার ভার আর বাড়িয়ে তুল্‌বেন না।"

বিজয়ভূষণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—"বাঃ বাঃ—বেড়ে লেক্‌চার শিখেচ দেখচি মাই ডিয়ার! বলি আগে কি কোন থিয়েটারের দলে টলে ঢোকা হয়েছিল নাকি ?"

সৌরভীর চক্ষু দুইটী পুনরায় হিংস্রজন্তুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—শরীরের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে ঠেলিয়া মুখের উপর জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সে উচ্চকণ্ঠে বলিল—"খবর দার! মুখ সামলে কথা বল্‌বেন!"

সেইরূপ অট্টহাসিতে মুখখানি বিশ্রী রকম করিয়াই বিজয়ভূষণ বলিল—"নইলে কি কর্‌বে সৌরভী ?"

"নইলে কি করব শুন্‌বেন ? আপনার যে মুখ থেকে ঐ সব পাপকথা বেরুচ্ছে সেই মুখখানা পায়ের তলায় ফেলে গুঁড়ো ক'রে

দেব।” ক্রোধে সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বিজয়ভূষণ চীৎকার করিয়া বলিল—“সাবধান সৌরভী! তুমি কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কচ্চ জান?”

তেজোদীপ্তকণ্ঠে সৌরভী উত্তর করিল—“জানি। একজন মাতাল বেশ্যাসক্ত নীচ জমিদারপুত্রের সঙ্গে কথা কচ্চি।”

বিজয়ভূষণ গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল—“সাবধান মাগী। তোর যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?” তারপর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া ডাকিল—“রামসিং!” তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই রামসিং ও সারদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিজয়ভূষণ রামসিংএর দিকে চাহিয়া বজ্রকঠোর কণ্ঠে আদেশ করিল—“পাক্ড়ো উস্‌কো।”

রামসিং প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

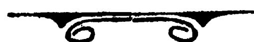
সৌরভী পুনরায় দুই পা পিছাইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—“খবরদার—আমাকে ছুঁস্‌নে।”

সৌরভীর গ্রন্থিবদ্ধ কেশগুলি খসিয়া পিঠের উপর লুটাইয়া পড়িল। মাথার কাপড় নামিয়া গেল। চক্ষু দুইটী ঊর্দ্ধে উঠিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে লাগিল। রামসিং তাহার সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না—থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয়ভূষণ চীৎকার করিয়া বলিল—“জল্‌দি পাক্ড়ো উস্‌কো

রামসিং।" তথাপি রামসিং একপাও নড়িতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত একস্থানে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ক্রোধে বিজয়ভূষণের সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিরা কাঁপিতে লাগিল। সে ছুটিয়া গিয়া ভীতিকম্পিত রামসিংকে পদাঘাতে মাটীর উপর ফেলিয়া দিল। তারপর সারদার দিকে চাহিয়া বলিল—"ধর ত সারদা মাগীকে—এখনই থানায় চালান দেব।"

সারদাও এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিতে ছিল। হঠাৎ বিজয়ভষণের উচ্চ আহ্বানে চমকিত হইয়া সৌরভীর দিকে অগ্রসর হইল। সৌরভী দৃঢ়হস্তে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ সারদার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড জ্বালাময় বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিল। ক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। সে মূর্চ্ছিতার ন্যায় সৌরভীর হাতে ভর দিয়া অবশদেহে মাটীতে বসিয়া পড়িল। দুই দুই জনকে একসঙ্গে অকৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া বিজয়ভূষণ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হুঙ্কার ছাড়িল। তারপর আলমারীর ড্রয়ার ভাঙ্গিয়া একখানি তীক্ষ্নধার ছোরা বাহির করিয়া সৌরভীর দিকে ধাবিত হইল। ঠিক সেই সময় কে একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ভূষণ অবশদেহে মাটীতে বসিয়া পড়িল।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে লোকটী হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ভূষণের হাত চাপিয়া ধরিল, সে আর কেহই নহে—আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দুর্গাপদ। দুর্গাপদ সারদাকে সৌরভীর বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য নিজের বাড়ী গিয়াছিল। কিন্তু আহারাদির পর কয়েক পেগ শ্যাম্পন পান করিয়া তাহার বড়ই ঘুম পাইতে লাগিল। সুতরাং ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। আর দেখিতে দেখিতে নিদ্রাদেবীও তাঁহার সুপুত্রটীকে আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। তারপর যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী আছে। হঠাৎ মনে পড়িল যে রাত্রে তাহার বাগানবাড়ীতে যাইবার কথা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নেশার জড়িমা কাটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি জামা জুতা পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তারপর ভগবানের কি চক্র—যে সময় বিজয়ভূষণ উন্মত্ত হইয়া ছোরা হস্তে সৌরভীর দিকে ধাবিত হইল, ঠিক সেই সময় সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৌরভীকে তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল।

সহসা বাধা পাইয়া বিজয়ভূষণ ভীত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। তারপর যখন দেখিল যে, তাহার প্রাণের বন্ধুই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুর্গাপদর দিকে রক্তবর্ণ চক্ষুতে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কেন তুমি আমাকে বাধা দিলে দুর্গা ?"

দুর্গাপদ তাহাকে ধরিয়া একখানি চেয়ারের উপর বসাইল। তারপর মেঝে হইতে ছোরাখানি তুলিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—"ওকে মেরেফেলে আমাদের কি লাভ হবে বিজয় ?"

বিজয় চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল—বলিল—"ও আমাকে অপমান করেছে, ওকে আমি খুন কর্‌ব।"

পুনরায় ধরিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া দুর্গাপদ বলিল—"ওকে খুন ক'রে ত আমাদের কোন লাভ নাই, বরং ওকে জীবন্ত রাখতে পারলেই আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ হবে।"

বিজয়ভূষণ উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু আমি এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।"

মৃদু হাসিয়া সৌরভীর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া দুর্গাপদ বলিল—"সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্চি।"

তারপর সারদা ও রামসিংএর দিকে চাহিয়া বলিল—"যা—তোরা এখন এঘর থেকে বেরিয়ে যা।" আদেশ পাইবামাত্র তাহারা ভয়ে ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সৌরভীও তাহাদের

অনুসরণ করিতেছিল। দুর্গাপদ বাধা দিয়া বলিল—"সৌরভী, তুমি যেওনা। তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।" সৌরভী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল।

বিজয়ভূষণ দুর্গাপদর দিকে চাহিয়া বলিল—"দুর্গাদা, আমি এখনই এ অপমানের প্রতিশোধ চাই। হতচ্ছারী বলে কিনা আমার মুণ্ডুটা ওর পায়ের তলায় ফেলে গুঁড়ো ক'রে দেবে!" ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দুর্গাপদ মৃদু হাসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"তার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই।" তারপর সৌরভীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"সৌরভী তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে বেশী কথা বলা আমাদের দরকার করে না। তুমি বিজয়বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হও—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়ে সুখে থাকবে।"

সৌরভী কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অচল অটলভাবে একস্থানেই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সে নীরবতায় দুর্গাপদর দুঃসাহসের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। সে আরও একটু নিকটে সরিয়া গিয়া বলিল—"বল সৌরভী, তুমি এতে সম্মত আছ?" তথাপি সৌরভী নিরুত্তর। বাহ্যজ্ঞান তখন তাহার বোধ হয় আদৌ ছিল না। দুর্গাপদ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল—অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি সৌরভী, সম্মত আছ?" এবার যেন সৌরভীর ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া

আসিল। দুর্গাপদর দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্‌ছেন ?"

"আমাদের প্রস্তাবে তুমি সম্মত আছ ?"

"কোন্ প্রস্তাবে ?"

দুর্গাপদ বিরক্ত হইয়া পুনরায় তাহাকে তাহাদের পাপ অভিসন্ধির কথা জানাইল। দেখিতে দেখিতে সৌরভীর সেই উদাস দৃষ্টিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"বাবু!"

সে অগ্নিময় দৃষ্টির সম্মুখে বিজয়ভূষণের ন্যায় দুর্গাপদও তাহার কলুষিত দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিল না। চোখ দুইটী তাড়াতাড়ি মাটীর দিকে নামাইয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল—"কি ?"

"আপনি মা বোন নিয়ে ঘর করেন ত ?"

"তা আবার করব না কেন ?"

"আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।"

"কেন ?"

"যার মা বোন আছে, সে কখন একজন পরস্ত্রীর কাছে এমন পাপ কথা মুখে আন্‌তে পারে না।"

বিজয়ভূষণ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল—বলিল—"মাগীটা ভারী ধড়িবাজ হে দুর্গাদা—ওর বচনে ভুলো না।"

দুর্গাপদ তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া পুনরায় চেয়ারে বসাইয়া দিয়া আসিয়া সৌরভীর দিকে চাহিয়া বলিল—"তা হলে তুমি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত নও—কেমন ত ?"

সৌরভী অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিল—"প্রাণ থাক্‌তে নয়।"

বিজয়ভূষণ চীৎকার করিয়া বলিল—"তা হলে ওকে খুন কর দুর্গাদা। কুচি কুচি ক'রে কেটে ওর গায়ে নূন ছিটিয়ে দাও— দেখি মাগী কত বড় বদমাস।"

সৌরভীর মুখের উপর দিয়া যেন তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় একটা মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল। সে বিজয়ভূষণের মুখের দিকে চাহিয়া স্পষ্টকণ্ঠে বলিল—"বাবু, আমি হিঁদুর ঘরে জন্ম নিয়েচি—যাদের বংশের মেয়েরা এককালে ইচ্ছে ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীর জ্বলন্তচিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কাজেই আপনি আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে কিছু টলাতে পারবেন না।"

বিজয়ভূষণ ক্রোধে পুনরায় চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। দুর্গাপদর হাত হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া—দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—"আচ্ছা পারি কিনা একবার দেখি।"

সে উন্মত্তের ন্যায় সৌরভীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল।

দুর্গাপদ বাধা দিয়া তাহার হাত হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"বিজয়, তুমি অত অধৈর্য্য হয়ে উঠ না। বেশ ত সৌরভী যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তবে তুমি আমাকে হুকুম দাও—ওকে আমি জব্দ ক'রে দিচ্ছি।"

উচ্চকণ্ঠে বিজয়ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ক'রে?"

দুর্গাপদ সৌরভীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া হাতের

ছোরাখানি ঘুরাইয়া বলিল—"এখনই থানায় গিয়ে হরিদাসের মাথাটা কেটে এনে ওকে উপহার দিই।"

একটা পৈশাচিক আনন্দে বিজয়ভূষণের মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—হাসিতে হাসিতে বলিল—"বাঃ ভাই দুর্গাদা—তোমার বেড়ে মাথা যা হোক। এমন মাথার তারিফ করতে হয় বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ হরিদাসের সেই কাঁচা মাথাটা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে নেক্‌লেস্ ক'রে দিলে ভারী মজা হবে কিন্তু। তুমি এক্ষুণি যাও—শীগ্‌গীর মাথাটা কেটে নিয়ে এস। তোমার কোন ভয় নাই। যতটাকা খরচ করতে হয় আমি তোমার জন্যে খর্‌চ কর্‌ব। যাও—যাও—শীগ্‌গীর যাও—"

বিজয়ভূষণ দুর্গাপদকে জোর করিয়া দরজার দিকে ঠেলিয়া দিল।

আচ্ছা যাচ্চি—তুমি ততক্ষণ একে আট্‌কে রাখ। আমি পনর মিনিটের মধ্যে মাথা কেটে নিয়ে আস্‌চি।" বলিয়া দুর্গাপদ আর একবার সৌরভীর দিকে চাহিয়া হাতের ছোরাখানি ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

সহসা সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ কি একটা অসহ্য যাতনায় অবশ হইয়া আসিল। তাহার সে তেজ সে গর্ব্ব নিমেষের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গেল। সে ধীরে ধীরে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া অস্পষ্টকণ্ঠে ডাকিল—"বাবু!"

দুর্গাপদ তখনও বাহির হইয়া যায় নাই—দরজায় পা দিয়াছে মাত্র। সৌরভীর সে ব্যাকুল প্রাণের কাতর আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—বলিল—"কি বল?"

"একটু অপেক্ষা করুন।"

"আচ্ছা" বলিয়া দুর্গাপদ মৃদু হাসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিজয়ভূষণ কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া উঠিল—বলিল—"না না দুর্গাদা—তুমি ওর কথা শুন না। তুমি শীগ্‌গীর গিয়ে তোমার কাজ শেষ ক'রে এস।"

দুর্গাপদ তাহার দিকে চাহিয়া সেইরূপ মৃদু হাসিয়া বলিল—"না ভাই, সৌরভীর জ্ঞান হয়েচে—আমাকে আর অতদূর কিছু করতে হবে না। ও বোধ হয় এখন বুঝতে পেরেছে—তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই ওর পক্ষে মঙ্গলজনক।" তারপর সৌরভীর দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বলছ সৌরভী?"

সৌরভী কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া কি ভাবিয়া লইল। তারপর একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আমাকে সাতদিন সময় দেন, আর প্রতিজ্ঞা করুন যে সে পর্য্যন্ত আমার স্বামীকে কোন কষ্ট দেবেন না আর জেলায় চালান দেওয়াবেন না।"

এত সহজে সৌরভীর ন্যায় দৃঢ়চেতা স্ত্রীলোককে তাহার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত কৌশলজালে ফেলিতে পারিয়া হর্ষে ও গর্ব্বে দুর্গাপদর বুক দশহাত ফুলিয়া উঠিল।

সে মৃদু হাসিয়া বিজয়ভূষণের দিকে চাহিয়া বলিল—"কিহে, তোমার মত কি এইবার বল।"

বিজয়ভূষণ আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া সৌরভীর দিকে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞা কল্লাম, এই সাতদিনের মধ্যে

তোমার স্বামীকে থানাতেই রাখব আর তার কোন কষ্ট হ'তে দেব না।"

"মনে থাকে যেন। তবে আজকের মত বিদায় দেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তা খুব মনে থাক্‌বে। তা আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

"আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে এম্‌নি সময় আমাদের বাড়ী যাবেন। এখন আমি আসি—সারদাকে ডেকে দেন।" বলিয়া সৌরভী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বিজয়ভূষণ আনন্দের আতিশয্যে নিজেই নাচিতে নাচিতে গিয়া সারদাকে ডাকিয়া আনিল। সৌরভী সারদার সহিত পুনরায় সেই গভীর রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া গেল।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পল্লীসতী সৌরভী তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ইহপর-কালের জাগ্রত দেবতা স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য হৃদয়কে অপূর্ব্ব তেজে মণ্ডিত করিয়া যে কি অপূর্ব্ব সতীত্বতেজ দেখাইল তাহার পরিচয় পাইয়া পাঠকপাঠিকাগণ চমৎকৃত হইবেন—হিন্দু-রমণীর আসন যে কত উচ্চে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবেন। সেই কাল রজনীতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে তাহার আগুল্‌ফলম্বিত সুচিক্কণ কেশরাশি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিল—প্রদীপের উজ্জ্বলশিখায় সোণার অঙ্গ দগ্ধ-বিদগ্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর শয্যায় অবশ অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক পৃথিবীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেই মহামায়া আসিয়া ডাকিল—"বৌমা ?" কোন উত্তর আসিল না—কেবল একটী ক্ষীণ আর্ত্তস্বর অতি অস্পষ্টভাবে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে কিছু বুঝিতে পারিল না—পুনরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল—"বৌমা ?" এবার সে স্পষ্ট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল—"মাগো !" মহামায়া তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। দেখিল,

সৌরভীর সেই জীর্ণ শয্যায় একটী অর্দ্ধদগ্ধ কদাকার মনুষ্যমূর্ত্তি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল—"বৌমা, তোমার এদশা কে কল্লে ?"

সৌরভী একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। বন্যাপ্রবাহের ন্যায় অশ্রুরাশি তাহার দুই চক্ষু বহিয়া বার বার করিয়া শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল। সে পুনরায় চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল।

মহামায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর শয্যায় গিয়া সৌরভীর পার্শ্বে বসিল।

সৌরভী পুনরায় ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—"খুড়ীমা ?"

মহামায়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া স্নেহগদগদকণ্ঠে উত্তর করিল—"কি মা! কোন্ নিষ্ঠুর দানবে তোমার এ দুর্দ্দশা কল্লে মা ?"

"আমি নিজের হাতেই করেছি মা—কিন্তু বড় যাতনা! সমস্ত শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—মাগো!" সে পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

মহামায়া শিহরিয়া উঠিল! সে সমস্ত ঘটনাই জানিত—কিন্তু তাহার জন্য যে সৌরভী স্বহস্তে তাহার সোনার অঙ্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া অসহ্য যাতনায় আত্মহত্যা করিতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে চোখের জল মুছিয়া বলিল—

"হাঁ মা, এছাড়া কি তোমার সতীত্ব-রক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না ?"

পুনরায় ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সৌরভী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল—"ছিল।"

"তবে কেন সে উপায় অবলম্বন কল্লে না ?"

"কিন্তু তা হলে যে আমার স্বামীকে উদ্ধার করতে পারতাম না খুড়ীমা !"

তাহার নয়নপ্রান্তে কয়েক বিন্দু অশ্রু টলমল করিয়া উঠিল।

"কিন্তু এতেই কি সেই পাষণ্ডটার দয়া হবে মনে কচ্চ মা ?"

"তা জানি নে—কিন্তু আমার সাধ্যানুসারে চেষ্টা ত কল্লাম—এখন ভগবানের হাত !"

সঞ্চিত অশ্রুরাশি তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

এই সময় প্রতিবেশিনী কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই সৌরভীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। কয়েক জন যুবক পরামর্শ করিয়া একজন ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইল। স্ত্রীলোকেরা সৌরভীকে ঘিরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দেবদাস একজন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারবাবু রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ভাল রকম শুশ্রূষার ব্যবস্থা কল্লে রোগিণী বাঁচলেও বাঁচতে পারে।" তারপর

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মহামায়া ও দেবদাস আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে রোগিণীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

সাতদিন অক্লান্ত পরিচর্য্যার ফলে সৌরভী অনেকটা সুস্থ হইল। কিন্তু তাহার সেই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ঢল-ঢল লাবণ্যরাশি আর ফিরিয়া পাইল না। সমস্তই যেন একটা ভেল্কীবাজীর ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল ও তাহার স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল একটী কুৎসিত কঙ্কালসার প্রেতিনীমূর্ত্তি।

সেদিন রাত্রে সৌরভী মহামায়ার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিল। মহামায়া প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হয় নাই—কিন্তু সৌরভী বারংবার অনুরোধ করায় ও তাহাকে নিজের উদ্দেশ্য খুলিয়া বলায় সে অগত্যা তাহাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সৌরভী সাহসে ভর দিয়া বহির্দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়া একটী প্রদীপ জ্বালিয়া একাকিনী ঘরে বসিয়া রহিল। আজ সেই পিশাচ জমিদারপুত্র বিজয়ভূষণের আসিবার কথা। আজিকার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই তাহার এত যন্ত্রণা এত কষ্ট সার্থক হইবে। স্বামীকে আবার তাহার শূন্য জ্বালাময় বুকে ফিরিয়া পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটী ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়িল। কিন্তু পিশাচ জমিদারপুত্র বিজয়ভূষণ যদি তাহার এ প্রেতিনীমূর্ত্তি দেখিয়াও পাপ প্রস্তাব করে? সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া

উঠিল। না—না—তাহা সে করিতে পারিবে না। সে তাহার অপরূপ রূপলাবন্য দেখিয়াই মত্ত হইয়াছিল—কিন্তু এখন ত তাহার সে বালাই নাই। তবে সে পিশাচ কি দেখিয়া মুগ্ধ হইবে? না, এখন নিশ্চয়ই তাহার এ কদাকার প্রেতিনীমূর্ত্তি দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবে ও তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবে। ভগবান! তাহার এ সাধেও যেন আর বাধ সাধিও না!

সৌরভী বেশ নিশ্চিন্ত মনেই বিজয়ভূষণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বাহিরে মৃদু পদশব্দ হইল। সে উঠিয়া প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিল। অল্পক্ষণ পরেই সারদার সহিত বিজয়ভূষণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সৌরভী মৃদু হাসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। বিজয়ভূষণ তাহার মুখের দিকে চাহিতেই শিহরিয়া উঠিল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সারদার দিকে ফিরিয়া ভীতিবিকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"একে সারদা?" সারদাও তাহার সে কঙ্কালসার প্রেতিনীমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সে বিজয়ভূষণের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না—একস্থানে স্থানুর ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সৌরভী তাহাদের ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল—বিজয়ভূষণের দিকে ফিরিয়া বলিল—"বাবু কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি যে সেই সৌরভী—যার বাহ্যরূপে আপনি একদিন মুগ্ধ হয়ে তার স্বামীকে বিনাদোষে বন্দী করে রেখেচেন।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিজয়ভূষণ তাহাকে চিনিতে পারিল। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে তাহার নিকট সরিয়া গিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এ ভয়ঙ্কর অবস্থা কে কল্লে সৌরভী ?"

সৌরভীর চক্ষু দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল—রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে উত্তর করিল—"কে করেছে তা কি আপনি জানেন না বাবু ? আপনিই ত আমার এ দশা করেছেন। আপনার অত্যাচারেই ত আমাকে আমার সোনার অঙ্গ পুড়িয়ে আজ প্রেতিনী সাজতে হয়েচে ! আবার আপনিই জিজ্ঞাসা কচ্চেন—এ অবস্থা কে করেছে ?" সৌরভীর দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিল—"এখনও কি আপনার পাপ হৃদয়ে রূপের নেশা আছে নাকি ? এ প্রেতিনীমূর্ত্তি দেখেও কি আপনার পাপ লালসা হৃদয় হতে উড়ে যায় নি ?"

বিজয়ভূষণ এতদিন দুর্ব্বলচিত্ত পাপাসক্তা রমণী লইয়াই খেলা করিয়া আসিয়াছে। সতী সাধ্বী স্ত্রী যে কি প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও সতীত্ব রক্ষার জন্য যে তাহারা কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে তাহা তাহার আদৌ ধারণা ছিল না। আজ এই পল্লীসতী সৌরভীর অসাধারণ আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া তাহার পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল। তাহারই অত্যাচারভয়ে যে আজ তাহার এরূপ দশা হইয়াছে তাহা ভাবিতেই তাহার সারা অন্তঃকরণ হাহাকার করিয়া উঠিল। শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া একটা তীব্র দংশনজ্বালা

অনুভূত হইল। নরকের বিভীষিকাময় উজ্জ্বল চিত্রখানি যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সে অসহায় বালকের ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া সৌরভীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"মা, তোমাকে চিন্‌তে পারিনি—তোমার অবোধ সন্তানকে ক্ষমা কর।"

ভগবান! সত্য সত্যই তুমি আছ! নতুবা সেই নরকের কীট আজ এমন দেবভাব পাইল কাহার প্রভাবে?

সৌরভীরও দুই চক্ষু বহিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে রোষ ক্ষোভ ঘৃণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া মাতৃস্নেহে তাহার নারীহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দুই হাত দিয়া বিজয়-ভূষণকে টানিয়া তুলিয়া তাহার শীর্ণ বুকের মধ্যে লইয়া গদগদকণ্ঠে বলিল—"বাবা, কেঁদ না—ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

সহসা বাহিরে কাহাদের সমবেত উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সৌরভী ভীত হইয়া বিজয়ভূষণকে ছাড়িয়া দিতেই দেখিল, হারুমণ্ডল ও দেবদাস পাড়ার কয়েক জন বলিষ্ঠ যুবককে সঙ্গে করিয়া বাঁশের লাঠি হাতে "মার মার" শব্দে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সে তাহাদের সেই ভীষণ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। হারুমণ্ডল ও দেবদাস ভীমবেগে বিজয়ভূষণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রভুর বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সারদা চীৎকার করিয়া পলাইবার উপক্রম করিল—কিন্তু পারিল না। দুইজন লোক দুই দিক

হইতে তাহার পিঠের উপরে লাঠি চালাইল। পাপীয়সী বিকট আর্ত্ত-নাদ করিয়া মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল। এদিকে বিজয়ভূষণকে লইয়া দেবদাস ও হারুমণ্ডল মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। তাহার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে লাঠীর গুঁতা মারিয়া তাহাকে মৃত-প্রায় করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার আরও কয়েক-জন স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবদাস ও হারু-মণ্ডলের সে ভীষণ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ভয়ে কেহই আর অগ্র-সর হইতে পারিল না। সকলেই স্তম্ভিতভাবে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৌরভী কিন্তু তাহাদের অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ সমস্ত দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া উন্মাদিনী মাতৃ-মূর্ত্তিতে ছুটিয়া বিজয়ভূষণের সম্মুখে গিয়া তাহাকে আটকাইয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে ক্রোধোন্মত্ত দেবদাস ও হারুমণ্ডল তাহাকে দেখিতে পাইল না। প্রবল উত্তেজনা-বশে তাহার অঙ্গেও কয়েকটী লাঠির গুঁতা মারিল। তারপর মুখের ঘোমটা খুলিয়া তাহাতে বিশ্বের করুণা মাখাইয়া যখন সে জগদ্ধাত্রীরূপে বিজয়ভূষণকে রক্ষা করিবার জন্য লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"ওগো, তোমরা বিজয়বাবুকে মেরো না। তোমাদের রাগের মাত্রা যদি এতই বেশী হয়ে থাকে, তবে আমি এই তোমাদের সম্মুখে বুক পেতে দিচ্চি—আমার বুকের রক্ত নিয়ে তোমরা তৃপ্ত হও।" তখন উভয়েরই চৈতন্য হইল। তাড়াতাড়ি হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া সঙ্গীদিগকে

বলিল—"ওরে শীগ্গীর আলোটা নিয়ে আয় দেখি। আমাদের মা লক্ষ্মীকেই বুঝি আমরা খুণ করে ফেল্লাম।" সৌরভী হাসিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল—"না না—তোমাদের লাঠির ঘা আমার গায়ে বড় একটা পড়ে নি। তোমরা সকলে শান্ত হও।" সঙ্গিগণ সারদার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আলোক লইয়া আসিল।

দেবদাস আলোটী ঘরের মধ্যে রাখিয়া সৌরভীর দিকে চাহিয়া বলিল—"বৌদিদি, তুমি সরে দাঁড়াও। ঐ পাষণ্ডটার মুণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে এনে তোমার পায়ের গোড়ায় ফেলে দিই।" এই বলিয়া সে সৌরভীর পাশ কাটাইয়া বিজয়ভূষণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সৌরভী তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঠাকুরপো লক্ষ্মী ভাইটী আমার—আমার কথা শোন। ওঁর কোন দোষ নাই—ওঁকে তোমরা ক্ষমা কর।"

দেবদাস বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"সেকি বৌদিদি! ওই পিশাচটার যদি কোন দোষ নাই তবে আজ তোমার এ দশা কল্লে কে? কে হরিদাদাকে শেয়াল কুকুরের মত জুতো মেরে দারোগাকে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে মোকর্দ্দমা সাজিয়ে থানায় চালান দিলে? তুমি আজ হলে কি বৌদিদি? স্বামীর উপর সে অমানুষিক অত্যাচারের কথা—তোমার নিজের অপমানের কথা এরই মধ্যে কি সব ভুলে গেলে নাকি? একবার ভাল করে কাণ পেতে শোন দেখি—থানার ঐ দুর্গন্ধপূর্ণ কয়েদ-

ঘরের ভেতর থেকে হরিদাদার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসের সঙ্গে এখনও ভেসে আসচে কিনা!” দেবীদাস উত্তেজনাভরে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার সে উত্তেজনাপূর্ণ কথাগুলি সৌরভীর হৃদয়ের কোন্ গভীরতম প্রদেশে গিয়া আঘাত করিল। স্বামীর সেই নির্য্যাতিত ম্লান মুখচ্ছবি নূতনভাবে তাহার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহার ব্যাকুল আর্ত্তনাদের শেষ রেশটুকু তাহার কাণের কাছে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে লাগিল। সৌরভী দুইহাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর দেবদাসের দিকে চাহিয়া বলিল—”ভাই, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়ে থাকে। বিজয়বাবু না বুঝতে পেরে একটা ভুল করে ফেলেচেন বলে কি তাঁকে ক্ষমা করা উচিত নয়?”

দেবদাস নির্ব্বাক বিস্ময়ে সৌরভীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে এই অশিক্ষিতা পল্লীবালা আজ সত্য সত্যই উন্মাদিনী হইয়াছে না প্রকৃতিস্থ আছে। মানুষের রক্ত শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়া যে কেহ তাহার সর্ব্বনাশকারী প্রধান শত্রুকে এমন করিয়া স্নেহবাহু বিস্তার করিয়া বুকে টানিয়া লইতে পারে তাহা তাহার ধারণাই ছিল না! আর ধারণা ছিল না বলিয়াই সে এতদূর অসম্ভব জিনিষটাকে সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া মনের মধ্যে কিছুতেই স্থান দিতে পারিতেছিল না।

সৌরভী তাহাকে নিরুত্তরে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া

থাকিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"কি ভাই আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলে যে! মনে কচ্চ বৌদিদি পাগল হল নাকি! না ভাই—আমি পাগল হইনি। প্রথমে তোমার উত্তেজনা-পূর্ণ কথাগুলো শুনে পাগল হবার মত হয়েছিলাম বটে—কিন্তু খুব সামলে নিয়েচি। বিজয়বাবু আজ তাঁর নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে নিয়েচেন। তাঁর উপর আমার যে বিদ্বেষভাব ছিল তা তিনি আমাকে "মা" বলে ডেকে ভুলিয়ে দিয়েচেন। এখন ওঁর সঙ্গে আর আমার শত্রু-সম্বন্ধ নাই—এখন উনি আমার ছেলে আর আমি ওঁর মা।"

দেবদাস সৌরভীর পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া বলিল—"বৌদিদি, আমাকে মাপ কর। এতদিন কেবল কাণেই শুনে-ছিলাম যে দেবতার সংস্পর্শে এলে নককের কীটও দেবভাব প্রাপ্ত হয়—কিন্তু আজ তা চোখের সম্মুখে দেখলাম।" পূর্ণ ভক্তিতে তাহার চোখের কোণে কয়েক বিন্দু অশ্রু জমিয়া আসিল।

সৌরভী দুই হাত দিয়া তাহাকে তুলিয়া হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েছে। এখন আমার কথা শোন দেখি। সারদার বাঁধন খুলে দিয়ে সব বাড়ী যাও—অনেক রাত হয়েচে।"

হারুমণ্ডল স্তম্ভিতভাবে নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। দেবদাসের ইঙ্গিতে সারদার বাঁধন খুলিয়া দিল। বন্ধনমুক্ত হইয়াই সারদা ছুটিয়া সৌরভীর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে বলিল

—"মা, এ হতভাগিনীকেও ক্ষমা কর।" তাহারও দুই চক্ষু বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

সৌরভী শশব্যস্তে দুইপা পিছাইয়া গিয়া বলিল—"কর কি! কর কি! তোমার ত কোন দোষ নাই। তুমি ত বিজয়বাবুর উত্তেজনাতেই এ কাজে হাত দিয়েচ।"

সরিয়া গিয়া সারদা তাহার দুই পা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"না মা, আমার এতে ষোল আনাই দোষ আছে। আমি যদি ছার টাকার লোভে তোমার কাছে ছোট-বাবুর প্রস্তাব নিয়ে না আসতাম, তা হলে ত মা আজ তোমার সোণার অঙ্গ এমন কুৎসিত হত না।"

সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সৌরভী মৃদু হাসিয়া বলিল—"তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই ঝি। এই বাইরেকার রূপটা ত চিরস্থায়ী নয়—এ যে আর দু দিন পরেই চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভেতরের যেটা আসল রূপ সেইটে কুৎসিত না হলেই হল।"

সারদা অত শত বুঝিতে পারিল না—পুনরায় নীচু হইয়া সৌরভীর পা ছুঁইয়া বলিল—"তা যাই হোক মা—আমাকে মাপ কর। আজ এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কচ্চি—আর জীবনে কখনও এ পথে যাব না। ভিক্ষে করে খেতে হয়, অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়, সেও শতগুণে ভাল মনে করব।"

পুনরায় তাহাকে তুলিয়া হাসিয়া সৌরভী বলিল—"আচ্ছা তাই হল—তোমাকে আমি ক্ষমাই কল্লাম।"

সারদা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর মুখে কাপড় দিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দেবদাস বিজয়ভূষণের দিকে চাহিয়া বলিল—"যান বাবু—আজকে আপনি বৌদিদিকে "মা" বলেছেন বলে খুব বেঁচে গেলেন। নইলে আজ গোটা মাথাটা নিয়ে কখনই বাড়ী ফিরতে পারতেন না।"

বিজয়ভূষণ সেই যে মাথা হেঁট করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আর এ পর্য্যন্ত মাথা তোলে নাই। দেবদাসের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সভয়ে দেবদাসের দিকে চাহিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইল।

দেবদাস বলিল—"যাক্—তাহলে হরিদাসকে ছেড়ে দিচ্চেন কখন?"

মুখ না তুলিয়াই বিজয়ভূষণ উত্তর করিল—"কাল সকালে।"

হারুমণ্ডল বলিয়া উঠিল—"না—না—ও বেটার কথায় বিশ্বাস নাই—আরও ঘা কতক দিয়ে ঠিক করে নাও।"

বিজয়ভূষণ ভীত হইয়া সৌরভীর মুখের দিকে চাহিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—"মা!"

সৌরভী হাসিয়া দেবদাসের দিকে চাহিয়া বলিল—"না—না—এখন আর উনি আগেকার মানুষ নন। এখন তোমরা অনায়াসে ওঁর কথায় বিশ্বাস করতে পার।"

বিজয়ভূষণ সাহস পাইয়া সৌরভীর পায়ের তলায় আর একবার মাথাটা নোওয়াইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

দেবদাসও প্রতিবেশিনী একটা স্ত্রীলোককে সৌরভীর নিকট রাখিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে যখন সেই পূতিগন্ধময় কারাগৃহে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারপুত্র বিজয়ভূষণ স্বয়ং আসিয়া হরিদাসকে মুক্তি দিল ও অসহায় বালকের ন্যায় কাঁদিয়া তাহার পায়ের তলায় পড়িয়া কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল তখন হরিদাস বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর যখন সে সেই অশিক্ষিতা শাস্ত্রানভিজ্ঞা পল্লীসতী সৌরভীর অপূর্ব্ব ত্যাগের করুণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল তখন হরিদাসেরও মনে হইতেছিল যে সেও এই অনুতাপ-জর্জ্জরিত হতভাগ্য যুবকের ন্যায়ই সমগ্র নারীজাতির পদতলে তাহার দেহটা লুটাইয়া দিয়া "মা মা" বলিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়।

বাড়ী পৌঁছিয়াই হরিদাস আবেগকম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—"সৌরভী—সৌরভী?" সে প্রেমপূর্ণ ব্যাকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তর সৌরভী দিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ একটা দুঃসহ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিল। হায়! যে রূপের বিদ্যুৎপ্রভায় একদিন সে স্বামীর অন্তরের হাসি টানিয়া বাহির করিয়াছিল আজ কেমন করিয়া সেই রূপের পরিবর্ত্তে এই প্রেতিনীমূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে! তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

হরিদাস তাহার এ দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল। ছুটিয়া গিয়া আবেগভরে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"সৌরভী তুই সঙ্কোচ বোধ কচ্চিস কার কাছে? জানিস্ নে কি যে আমি তোরই স্বামী? তোর রূপের মোহ এতদিন আমার অন্তরে একটা মিথ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল বটে—কিন্তু আজ আর তার এতটুকু ছায়াও বর্ত্তমান নাই, তোরই পুণ্যে আজ আমার সত্যিকার চোক ফুটেচে। আজ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি যে তোর ওই বাইরেকার নকল রূপ পুড়ে ভেতরকার খাঁটি রূপ বেরিয়েচে—যাতে জ্বালাময় মোহ নাই—আছে অখণ্ড শান্তি—অনাবিল প্রেম!" বলিতে বলিতে হরিদাসের কণ্ঠস্বর আটকাইয়া গেল—চোখের জলে বন্যাপ্রবাহ বহিল।

আর স্বামীসোহাগিনী পল্লীসতী সৌরভী—সে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া তাহার পবিত্র পদধূলি মাথায় লইয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিল—"ওগো আমায় ক্ষমা কর। আমিও তোমাকে ঠিক চিনতে পারিনি—তাই তোমার মতদেব চরিত্র স্বামীর কাছে সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম!"

স্বর্গ আর কোথায়!

সমাপ্ত।

এ নহে মোহের ফাঁস—ধ্রুব-সত্য পরকাশ,

ভাস্বর ভাস্কর ভাতি প্রদীপ্ত আকাশ!

পুণ্য-কার্ত্তিকে—উজ্জ্বল আকাশ-প্রদীপের মত

—আমাদের দ্বিতীয় অর্ঘ্য—

সাহিত্য-সৌধ-শিখরের জ্যোতিষ্মাণ জয়-পতাকা,

জাতীয় জাগরণের জন্ম-মন্ত্রঃপূত—দেশাত্মবোধের অত্যুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ

ঐতিহাসিক নাট্যোপন্যাস—

মিলন-শঙ্খ

বাদক—বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পৌত্র—দামোদর-দৌহিত্র—

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়!

বাংলার আকাশ গুরু-গম্ভীর আরাবে ধ্বনিত করিয়া

——ঐ শুনুন——

মিলন-শঙ্খ—আকুল আর্ত্তনাদে গাহিতেছে—

বাংলা—বাঙ্গালী কি শুধুই ঘুমিয়ে রবে অঘোরে

এ জাগরণের সাড়া—প্রাসাদ হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত—কোন্

বাঙ্গালীর প্রাণের পরদায় গিয়া না বাজিবে?

মধুর—গম্ভীর **মিলন-শঙ্খের** আকুল আহ্বান

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে যে গো,—

মাতায়ে তুলিছে মন-প্রাণ!

মাতৃভক্ত দেশবাসীর কাছে এ নহে উপন্যাস, এ জাগরণের মহা-মন্ত্র!

আসুন তবে দেশবাসী পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী-গৃহিণী-

দুহিতা! আসুন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান!

এ মহামিলনে—দেশের কল্যাণে মিলিতে—

মিলন-শঙ্খ বাজাইতে সমবেত হোন!

দর্শনী মাত্র একভরি রৌপ্যখণ্ড—ভি, পির ভাড়া সিকি বেশী

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২১।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

এ নহে মোহের ফাঁস—ধ্রুব সত্য পরকাশ,
ভাস্বর ভাস্কর ভাতি প্রদীপ্ত আকাশ!

অগ্রহায়ণে, মা-লক্ষ্মীর পুণ্যাশিষ—পীযূষ-পূর্ণ নবান্নের মত—
আপনাদের করে কি অর্পণ করিব জানেন?
ওকি!? উতলা হইয়া উস্‌খুস্ করিবেন না—উচ্চ চীৎকারে স্বরভঙ্গের ভয় আছে,
অসম্ভব ভাবিয়া অবিশ্বাস করিবেন না!
'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং'—যাঁহার দয়ায়,
তাঁহার দয়াতেই এ অঘটন-সংঘটন ঘটিয়াছে!
শুনুন তবে—কি ধারণাতীত অবাককাণ্ড!!
যে অসূর্য্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরবাসিনী, হিন্দুকুললক্ষ্মী
এতকাল ধরিয়া বে-নামে বাংলার মাসিক সাহিত্যে প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া
আসিতেছিলেন, আমাদের অনুনয়ে তিনিই আজ সর্ব্বপ্রথম
তাঁহার নাম প্রকাশে অনুমতি দিয়াছেন।
তাই আমরা, পুণ্য-মাস অগ্রহায়ণে আনন্দিত চিত্তে, সেই—
—শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসীর—
—বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ—

সুখের বাসর

পাঠক-পাঠিকাগণের করে অর্পণ করিয়া ধন্য হইব।

"এস এস বঁধু এস, আধ-আঁচোরে বোস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি হে!"

রোসনচৌকির বেহাগ খাম্বাজে—মঙ্গল-শঙ্খের মত্ত রোলে
'উলু-উলু-উলু-উলু'—এয়োদের অধীর আনন্দ-হিল্লোলে
—নবজীবনের রাজা-রাণীর—

সুখে বাসর!

বিয়েতে উপহার না দিলে সে শুভকার্য্যের অঙ্গহানি হইবে।
দর্শনী মাত্র একভরি রৌপ্যখণ্ড—
ভিপির ভাড়া সিকি বেশী।

দেব সাহিত্য-কুটীর—২১।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

এ নহে মোহের ফাঁস—ধ্রুব সত্য পরকাশ,
ভাস্বর ভাস্কর ভাতি প্রদীপ্ত আকাশ!

তারপরে, মাঘমাসে দিব কি?

এ প্রশ্ন, এখন হইতেই বহু অনুগ্রাহক পাঠক-পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেছেন!

তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

আলাদিনের রত্নভাণ্ডারের মত আমাদের ভাণ্ডারও অফুরন্ত!

সাহিত্য-কুটীরের উপন্যাস-মালঞ্চে
গাছে-গাছে কলি বিকসিত!

কেবলমাত্র তুলিয়া লইবার অপেক্ষা!

মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ছুটে অলিকুল।
মায়ের মালঞ্চে ফুটে উপন্যাস ফুল॥

মাঘমাসে আপনাদের হাতে সাদরে প্রদান করিব,

মাসিক বসুমতীর স্বনামখ্যাত—দিগ্বিজয়ী সম্পাদক—

মনীষিশ্রেষ্ঠ—শ্রীযুক্ত **সত্যেন্দ্রকুমার বসু** প্রণীত

—আধুনিক যুগের গৌরবময় কাহিনী সম্বলিত—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক উপন্যাস

পরাজয়

এ 'পরাজয়' সাহিত্যক্ষেত্রের নামজাদা মহারথীকেও

পরাজিত করিয়া—বিস্মিত পাঠক পাঠিকার

চোখের সম্মুখে—এক মহাবিস্ময়কর রহস্যের

যবনিকা উন্মোচন করিয়া দিবে!

দর্শনী মাত্র একভরি রৌপ্যখণ্ড—ভিপির ভাড়া সিকি বেশী।

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

এ নহে মোহের ফাঁস—ধ্রুব সত্য পরকাশ,
ভাস্বর ভাস্কর ভাতি প্রদীপ্ত আকাশ!

চৈত্রে—পুরাতন বর্ষের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করেছেন
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

রূপসী

শুভ, শুভ্র, সচ্ছ, শিশির নিষিক্তা—শুভ্রাভরণ-ভূষিতা, শুভ্র-বসন পরিহিতা সুন্দরী **রূপসী** বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মঙ্গলবারি ছিটাইতে মাতৃ-মহিমা বক্ষে ধারণে—আপনাদের আমন্ত্রণ অপেক্ষা করিতেছেন।

নববর্ষের—নব আশার আলোকে—নব পুলকে—নব চেতনা প্রেরণা
মাথায় করিয়া—**দেব-সাহিত্য-কুটীর** মধ্যে—
চিত্র-শোভনা, মনোমোহনা **চাঁদিনী**
নবালোকে উদ্ভাষিত হইল।

নির্ম্মেতা—বঙ্কিম-পৌত্র—দামোদর-দৌহিত্র
মিলন-শঙ্খ প্রণেতা—

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আজিকার এই হিন্দু মুসলমানের ভ্রান্ত-চিত্ত আলোক মেখলায় উজ্জলিত করতে—মিলন-সূত্রে দুটী ভারত-সন্তানকে আবদ্ধ করতে—**চাঁদিনী**—শত-চন্দ্র-কিরণ-ধারা বক্ষে নিয়ে—মমতাময়ীরূপে আবির্ভূতা হয়েছে।

এ নহে মোহের ফাঁস—ধ্রুব সত্য পরকাশ,
ভাস্বর ভাস্কর ভাতি প্রদীপ্ত আকাশ !

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন উপন্যাস

মনের মিল

বাংলাদেশের নর-নারীর প্রাণের কথা লইয়া

এমন রোমান্স লেখা যাইতে পারে

এই বইখানি পড়ার আগে সে ধারণাও বুঝি কাহারও ছিল না !

কি বিচিত্র রহস্য দিয়াই যে নারীর মন রচিত হইয়াছে !

নারী কি চায় ? রূপ ? অর্থ ? যশ ? মনুষ্যত্ব ?

মনের মিল উপন্যাসে

নারীচিত্রের সেই বিচিত্র রহস্যের সন্ধান মিলিবে।

মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ—বিশেষ নারী-হৃদয়ের

সৌরীন্দ্র বাবুর লেখার প্রধান গুণ—

—প্রধান বিশেষত্ব—

সে বিশেষত্ব এ উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে দেখিবেন,

দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন !

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২১।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

দেব-সাহিত্য-কুটীরের শিশু-সংস্করণ পুস্তকাবলী

সতী-কথা-গ্রন্থাবলী

সতী	(জ্ঞানেন্দ্র)	।৹
সতীরাণী	(সত্য)	১৲
পার্ব্বতী	(বরদা)	।৹
বেহুলা	ঐ	।৹
শৈব্যা	ঐ	।৹
সংযুক্তা	ঐ	।৹
সতীচিত্র	ঐ	১।৹
চিন্তা	(সুবোধ)	।৹
সীতা	ঐ	।৹
শকুন্তলা	ঐ	।৹
সাবিত্রী	ঐ	।৹
দময়ন্তী	ঐ	।৹
ঊষা	ঐ	।৹
সুভদ্রা	ঐ	।৹
দ্রৌপদী	ঐ	।৶৹



ভক্ত-কথা-গ্রন্থাবলী

ধ্রুব	(বরদা)	।৹
ভীষ্ম	ঐ	।৹
লবকুশ	(সুবোধ)	।৹
প্রহ্লাদ	ঐ	।৹
শ্রীকৃষ্ণ	ঐ	।৹
অর্জ্জুন	ঐ	।৹
চন্দ্রহাস	ঐ	।৹



জীবনামৃত সিরিজ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (সুবোধ)—৶৹

স্বামী বিবেকানন্দ—৶৹

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৶৹

রাজা রামমোহন রায় ৶৹

চিত্তরঞ্জন (মধুসূদন)—৶৹

আশুতোষ • ঐ ··—৶৹



দেব-সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

১। ঈশ (ভূমিকা, মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ও টিপ্পনী সমেত, ডিমাই বার পেজী, উৎকৃষ্ট কাগজ ও সুন্দর ছাপা, ৪৪ পৃষ্ঠা) ॥০

২। কেন (ঐ ঐ ৮০ পৃষ্ঠা) ৸০

৩। কঠ (ঐ ঐ ১৯২ পৃষ্ঠা) ... ... ১॥৵০

৪। প্রশ্ন (ঐ ঐ ১৩৮ পৃষ্ঠা) ... ... ১৲

৫। মুণ্ডক (ঐ ঐ ১২২ পৃষ্ঠা) ... ... ১৲

৬। মাণ্ডূক্য (ঐ ঐ ২৯৬ পৃষ্ঠা) ... ... ২৲

৭। তৈত্তিরীয় ১ম খণ্ড (ঐ ঐ ১২৮ পৃষ্ঠা) ... ১৵০

৮। ঐতরেয় (ঐ ঐ ৯০ পৃষ্ঠা) ... ... ১৲

৯। ছান্দোগ্য (ঐ ঐ এবং আনন্দগিরিকৃত টীকা সহ ১১৫০ পাতায় সম্পূর্ণ) ৮৷৵০

১০। বৃহদারণ্যক (ঐ ঐ এবং আনন্দগিরিকৃত টীকা সহ তের খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রতি খণ্ডের মূল্য) ... ১৲

প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ মূল্য ... ... ১২॥০

ঈশ, কেন, কঠ (একত্র) ২৸০

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য (একত্র) ৫॥০

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

১। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌ গীতা (মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি টীকা এবং ভাষ্যানুবাদ সমেত) ৪॥০

১। উপদেশ-সহস্রী (৬৫৮ পৃষ্ঠা) ... ... ৪৲

২। সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ (৪২৪ পৃষ্ঠা) ২॥০